CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-317 ■ 25 August, 2024 ■ আগরতলা ২৫ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ৮ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সর্বদলীয় বৈঠক ফলপ্রসূ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার ও বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। রাজ্যে বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় সব রাজনৈতিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই পরিস্থিতি থেকে দ্রুত উত্তরণ করা সম্ভব হবে। রেকর্ড পরিমাণ ভারী বৃষ্টির কারণে রাজ্যে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় শনিবার রাজ্য অতিথিশালায় আয়োজিত সর্বদলীয় বৈঠকে এই আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে আয়োজিত এই বৈঠকের শুরুতেই সাম্প্রতিক বন্যায় মৃত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয়। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের কাছে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন এবং তাদের মূল্যবান পরামর্শ চেয়েছেন। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সকলের কাছে সহযোগিতার আহ্বান রাখেন তিনি। এদিন বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বলেন, বন্যায় রাজ্যে ১৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে কেন্দ্রের সাথে আর্থিক সহায়তার দাবি তোলার প্রস্তাব দিয়েছি। বিরোধী দলনেতা তথা সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সতর্কতা জারিতে আবহাওয়া দফতরের কিছুতে বিলম্ব হয়েছে। আগামীদিনে এই বিষয়টি অধিক গুরুত্ব দিয়ে সময়মত আগাম সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছি। তবেই, আজকের সর্বদলীয় বৈঠক সার্থক হবে বলে মনে করছি।

সর্বদলীয় বৈঠক শেষে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত ১৯ আগস্ট থেকে সারা রাজ্যে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে। শুধু দক্ষিণ জেলার অন্তর্গত বকাফায় ৪৯৩ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। বন্যার দরুণ পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে যায়। ত্রিপুরার সব নদী বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে কথা বলার সময় তিনি আমাকে হেলিকপ্টার এবং অতিরিক্ত এনডিআরএফ টিম পাঠানো সহ সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দেন। আমাদের প্রশাসন অক্লান্ত পরিশ্রম করছে, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করছে এবং উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। বর্তমানে গোমতী নদী ছাড়া সব নদীই বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, ২ জন নিখোঁজ এবং ২ জন আহত হয়েছেন। এই ২৪ জনের মধ্যে ১৮ জন ভূমিধসে মারা জন, ৫ জন জলে ডুবে মারা যান এবং ১ জনের বাড়ি ধ্বসে মৃত্যু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের সর্বদলীয় বৈঠকে বিজেপির প্রতিনিধি সহ বিরোধী দল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা অংশ নিয়েছেন। আমরা বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। আমি তাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছি। বৈঠকে উপস্থিত সকল দলের প্রতিনিধিরা তাদের পরামর্শ শেয়ার করেন এবং এই সংকটময় পরিস্থিতিতে সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। আমি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। সর্বদলীয় প্রতিনিধিরা মহকুমা স্তরেও সর্বদলীয় বৈঠক করার প্রস্তাব দিয়েছেন। যা একটি খুবই ভাল পরামর্শ ছিল। এই বৈঠকে আমরা কোনো রাজনৈতিক আলোচনা করি নি। শুধু এই সংকট থেকে দ্রুত উত্তরণে সকলের ঐক্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছি। এই বন্যায় রাজ্যে প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৫,০০০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডুম্বুর বাঁধ খোলা নিয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রী

প্রতিবেশীরা সুরক্ষিত থাকলেই আমরা শান্তিতে থাকতে পারব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। প্রতিবেশীরা সুরক্ষিত থাকলেই আমরা শান্তিতে থাকতে পারব। ডুম্বুরের বাঁধ খুলে দেওয়ায় বাংলাদেশে বন্যা হয়েছে অভিযোগের খন্ডন করে ত্রিপুরার বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ এইভাবেই দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধুর্য তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, ডুম্বুরের বাঁধ খোলা হয়নি। জলস্তর বৃদ্ধিতে বাঁধের গেইট নিজে থেকেই জল ছাড়তে শুরু করবে। তেমনি, ধারণ ক্ষমতায় জলস্তর নেমে গেলে বাঁধের গেইট দিয়ে জল ছাড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

শুক্রবার সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ মন্ত্রী ভারতের সাথে বাংলাদেশের মধুর সম্পর্কের তাতর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, জ্ঞানত ভারত কখনোই বাংলাদেশের ক্ষতি হোক চাইবে না। প্রকৃতির মর্জির উপর কারোর হাত নেই। ফলে, বাংলাদেশে বন্যার জন্য ভারতকে দায়ী করা উচিত হচ্ছে না।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় ডুম্বুরের বাঁধ খুলে দেওয়ায় বাংলাদেশে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা সঠিক নয় এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ, ওই বাঁধ খুলে দেওয়া হলে সবচেয়ে বেশি ত্রিপুরার ক্ষতি হতো। তিনি জোর গলায় বলে, সর্বকালের রেকর্ড ছাপিয়ে এবার ত্রিপুরায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। কিন্তু, ডুম্বুরের বাঁধ খুলে দেওয়া হয়নি।

তাঁর কথায়, ডুম্বুরের বাঁধে ধারণ ক্ষমতা ৯৪ মিটার। জলস্তর ওই উচ্চতা অতিক্রম করলেই বাঁধের গেইট নিজে থেকেই জল ছাড়তে শুরু করবে। পুণরায় জলস্তর ধারণ ক্ষমতায় ফিরে আসলে জল ছাড়া বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু, ডুম্বুরের বাঁধ নিয়ে গুজব ছড়ানো হয়েছে। মানুষও ওই গুজবে কান দিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে বধূ মৃত্যুর ঘটনায় নয়া মোড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। ধর্মনগর প্রগতিরোড এর গৃহবধূ কাজলী দেব (২৬)মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহস্য নতুন মোড় নিচ্ছে।

গত ২৬ জুলাই রাত আনুমানিক দুইটা নাগাদ গৃহবধূ কাজলীদেব শশুর বাড়িতে নিজগৃহে শাড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে পরিবারের লোকজন তাকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে কাজলী কে মৃত বলে ঘোষণা করে। অভিযোগের ভিত্তিতে ২১/২০২৪ নম্বরে একটি মামলা গৃহীত হয় এবং ১০৩/(১)/৩(৫)এর বি এন এস ধারায় মামলা গৃহীত হয়।হাসপাতালে তখন কাজলের স্বামী বিশ্ব দাস ,দেবর বিপ্রদাস, শ্বশুর বীরেন্দ্র দাস এবং শাশুড়ি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর নয়াপাড়া অটো স্ট্যান্ডসিত কাজলী দেবের বাবা-মাকে। বাকরুদ্ধ কাজলী দেবের বাবা মা ঐদিন বিশেষ কিছু বলতে না পারলেও পরের দিন কাজলির বাবা-মা ধর্মনগর থানায় কাজলির শ্বশুরবাড়ির লোকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেছেন বলে মামলা দায়ের করেন। কাজলির বাবা-মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার পুলিশ ২১/২৪/২০৩(১)/৩/(৫)ধারায় মামলা নিয়ে কাজলির দেবর বিপ্রদাসকে গ্রেফতার করে।

এদিকে কাজলীর শিক্ষক স্বামী বিশ্ব দাস (৩৪) অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে বর্তমানে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। পুলিশের নজরদারিতে রয়েছে। স্বামী শিক্ষক বিশ্ব দাস হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে আসলে পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে পাঠায়।এদিকে কাজলির শ্বশুর বীরেন্দ্র দাস অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক হওয়ায় বয়সের ভারে তাকে পুলিশ এখনো আটক করেনি।

তবে কাজলির শ্বশুর বীরেন্দ্র দাস জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে তার দুই ছেলে বিশ্ব দাস ও বিপ্রদাসের মধ্যে পারিবারিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটি চলছিল এই সময় শশুর বীরেন্দ্র দাস কাজলিকে কিছু কটু কথা বলেন যার ফলে কাজলী গভীর রাতে সকলের অজান্তে অভিমান করে আত্মহত্যা করেছে নিজে গৃহে।

এদিকে কাজলির মা শিপ্রা দেব আরো জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো সন্ধ্যার পরে মেয়েকে ফোন করলে মেয়ে ফোন রিসিভ করেনি, এমনকি মেয়ের স্বামী বিশ্বকে ফোন করলেও বিশ্ব ফোন রিসিভ করেনি। আবার রাত ৮ নাগাদ দ্বিতীয়বার তিনি ফোন করলে কাজ লি কোন উত্তর না দিয়ে মেসেজ পাঠিয়েছে সে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফোন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী দুই দিন ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ঃ দক্ষিণ জেলা শাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। সবাই সতর্ক থাকুন, নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহন করুন। আগামী দুই দিন ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন দক্ষিণ জেলা শাসক স্মিতা মল। এদিন তিনি আরও বলেন, গত চারদিন ধরে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে দক্ষিণ জেলাতে বন্যায় বিধ্বস্ত এলাকা, যোগাযোগ ব্যাবস্থা, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বন্যায় সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ১৬১০টি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। ত্রিপুরায় বন্যা পরিস্থিতিতে রাজ্যর একাধিক জায়গা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখনো পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে ১৬১০টি বাড়ি সম্পূর্ণ, ১৬৩৩টি মারাত্মকভাবে এবং ১৭০৪৬টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদিকে, টানা বর্ষণের জেরে ভূমি ধ্বসে ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং তিনজন আহত হয়েছেন। প্রশাসনের তরফে ক্ষতিপূরণের সমীক্ষা করা হচ্ছে। রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের রিপোর্টে এমনটাই তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের রিপোর্টে জানা গেছে, প্রচন্ড বৃষ্টিতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ১টি বাড়ি সম্পূর্ণ, ৬টি মারাত্মকভাবে এবং ৯১টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উনকোটি জেলায় ৯টি মারাত্মকভাবে এবং ১১টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদিকে, উনকোটি জেলায় ভূমি ধ্বসে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তেমনি, ধলাই জেলায় ৪৪৭টি বাড়ি সম্পূর্ণ, ৭৩৪টি মারাত্মকভাবে এবং ১৬০৪টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাছাড়া, সিপাহীজলা জেলার ৪৬টি বাড়ি সম্পূর্ণ, ৩৯৫টি মারাত্মকভাবে এবং ৮৬৬৯টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই জেলায় ভূমি ধ্বসে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৯০৮টি বাড়ি সম্পূর্ণ, ৪০৯টি মারাত্মকভাবে এবং ৫৪৮১টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই জেলায় ভূমি ধ্বসে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে।

রিপোর্টে আরও জানা গিয়েছে, খোয়াই জেলায় ১টি বাড়ি সম্পূর্ণ এবং ৪টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই জেলায় ভূমি ধ্বসে একজনের মৃত্যু ও একজন আহত হয়েছে। গোমতী জেলায় ২২টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং আংশিকভাবে ১০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই জেলায় ভূমি ধ্বসে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ২০৭টি বাড়ি, মারাত্মকভাবে ৫৮টি বাড়ি এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১১৭৬টি বাড়ি। ওই জেলায় ভূমি ধ্বসে ১৫ জনের মৃত্যু এবং দুইজন আহত হয়েছেন।

দুর্গতদের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিতে হবে ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। আজ বন্যায় কবলিত দক্ষিণ চন্দ্রপুরে শ্রীলঙ্কা বস্তি পরিদর্শনে গিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। পরিদর্শনকালে তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, অন্যান্য বাম নেতৃত্বরা এবং রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ইন্দ্রজিৎ পাল। এদিন বন্যা কবলিত এলাকায় জীবাণু ধ্বংস করার জন্য ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শে ঔষধ বিলি করে বাম কর্মীরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মানিক সরকার বলেন, ত্রিপুরা প্রাকৃতিক দূর্যোগের শিকার হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেকোনো সময় ঘটে পারে।

তবে, রাজ্য সরকার এই দূর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। আজ রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন ও করা হয়েছে। রাজ্য সরকার যথাসম্ভব এই দূর্যোগ মোকাবিলা করতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিচ্ছে তা অস্বীকার করার নেই।

কিন্তু তারপর ও রাজ্য সরকার তরফ থেকে দূর্গতদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিতে হবে।

অসুস্থ দীপ্তনুর উন্নত চিকিৎসার সুযোগ করে দিলেন বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। সাংসদ শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের আবেদনে পিএম কেয়ার্স ফান্ড থেকে প্রাপ্ত ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা পেয়ে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পেল দীপ্তনু মালাকার।

প্রসঙ্গত, হাপানিয়া দূর্গাপাড়ার বাসিন্দা দীপ্তানু মালাকার (১৮) রেনাল ট্রান্সপ্লান্টেশনে ভুগছেন। ওই রোগের কলকাতার একটি হাসপাতালে ৯,৩৫,৬০০ টাকা চিকিৎসার জন্য খরচের অনুমান করা হয়েছে। সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর্থিক সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। পিএম কেয়ার্স ফান্ড থেকে প্রাপ্ত ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা করেছেন।

বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ালেন বৃহন্নলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শরণার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে আবারও দৃষ্টান্ত রাখলেন তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিকরা। আজ আগরতলার বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরের ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে সামর্থ্য অনুযায়ী খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলেন তাঁরা।

ত্রিপুরায় বন্যা পরিস্থিতিতে সর্বহারা হয়ে বিভিন্ন অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন জনগণ। আজ আনারও ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে সমাজে নজির স্থাপন করলেন তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিকরা। সমাজের অনেকেই যাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ২৫ আগস্ট ২০২৪ ইং
৮ ভাদ্র, রবিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

১৫৬টি 'ককটেল' ওষুধ নিষিদ্ধ

অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করিয়া তাগিদেই ওষুধের প্রয়োজন। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় মানুষ ওষুধ অসৎ সেবন করিয়া সুস্থ হইয়া ওঠেন। কিন্তু কিছু ঔষধ কোম্পানি এমন কিছু ঔষধ তৈরি করিতেছে যাহা জনস্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছরই বিষয়টির দিকে নজর রাখিয়া চলিয়াছে। ওইসব ঔষধ সেবন করিয়া বহু মানুষ অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে। আবার অনেকেই অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক এসব বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজরদারি বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। কোনগত মান পরীক্ষায় যেসব ঔষধ ব্যর্থ হইতেছে সেসব ঔষধ বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক

ফের বাজার চলতি বহু ওষুধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিল কেন্দ্র। এবার সংখ্যাটা ১৫৬। গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় এই ১৫৬টি 'ককটেল ওষুধ' নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের তরফে জানানো হইয়াছে, এই ওষুধগুলি শরীরের জন্য বিপজ্জনকও হইতে পারে।কেন্দ্র যে ওষুধগুলি নিষিদ্ধ করিয়াছে সেগুলি হইল, ডোজ কম্বিনেশন তথা 'ককটেল ওষুধ'। সাধারণ ভাবে ককটেল ওষুধ বলিতে বোঝায়, একটি ওষুধের মধ্যে অনেকগুলি ওষুধের সংমিশ্রণ রহিয়াছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ কমিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে ওই ওষুধ রোগীদের পক্ষে বিপজ্জনক। সেই রিপোর্ট আসিবার পর সরকার ওই ওষুধ নিষিদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত নেয়। অভিযোগ, উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য ছাড়াই অনেক ওষুধ কোম্পানি এই ওষুধ তৈরি করিতেছে।সব মিলাইয়া তালিকাটি ১৫৬টি ওষুধের। এর মধ্যে বাজার চলতি অ্যান্টিবায়োটিক এবং পেইন কিলার সংমিশ্রণ। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মেফেনামিক অ্যাসিড, প্যারাসিটামল ইনজেকশন, লিভোসেট্রিজাইন, ফেনিলেফ্রিন এইচসিএল, প্যারাসিটামল, ক্যামিলোফিন ডাইহাইড্রোক্লোরাইড ২৫ এমজি, প্যারাসিটামল ৩০০ এমজি, প্যারাসিটামল, ক্লোরফেনির্মাইন মালেট, ফেনিল প্রোপানোলামিন সহ একাধিক ওষুধ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।গত বছরও ১৪টি ককটেল ওষুধকে গুণমানের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কেন্দ্র। তাহাতে ছিল, এতে রহিয়াছে সাধারণ সংক্রমণ, সর্দিকাশি ও জ্বর নিরাময়ের ওষুধ। নিমেসুলাইড, প্যারাসিটামল ডিসপারসিবেল ট্যাবলেট অ্যামোক্সিসিলিন্ট্রোমহেক্সিনের মতো ককটেল। এর আগে গত বছর গুণমানের পরীক্ষায় ডাহা ফেল করিয়াছিল এদেশে বহুল ব্যবহৃত ৪৮ ওষুধ। যাহার মধ্যে হার্টের ওষুধ, ডায়াবেটিস, প্রেশার থেকে শুরু করিয়া মাল্টিভিটামিন ইত্যাদি ওষুধ ছিল। পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, ওষুধগুলির উপাদানে গোলমাল রহিয়াছে।

শাসক দলের মদতে আরজি করের সমস্ত প্রমাণ লোপাটের মূলে সন্দীপ ঘোষ সুবর্ণ গোস্বামী

বোলপুর, ২৪ অগস্ট (হি. স.) : 'শাসক দলের মদতে আর জি করের সমস্ত প্রমাণ লোপাটের মূলে সন্দীপ ঘোষ', বোলপুরে মিছিল করে বিস্ফোরক সর্বভারতীয় ফেডারেশন গভর্নমেন্ট ডক্টর অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারি সুবর্ণ গোস্বামী। তিনি আরও বলেন, 'অভিযুক্তদের আড়াল করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চলছে, কলকাতা পুলিশ ব্যর্থ।' আরজি করের প্রতিবাদে এদিন বোলপুর শহরজুড়ে বাম মনস্ক মানুষজন মিছিল করেন। সেই মিছিলে হাঁটলেন চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী।

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসক পড়ুয়ার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। পরে জানা যায় তাঁকে ধর্ষণ করে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনায় উত্তাল হয় রাজ্য। প্রতিবাদে সরব প্রতিটি রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, শিল্পী, সাংস্কৃতিক জগতের লোকজন থেকে শুরু করে বিশিষ্টরা। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। ঘটনায় নজর রাখছে দেশের শীর্ষ আদালত।

এদিন, বোলপুরে বাম মনস্ক মানুষজন একটি প্রতিবাদী মিছিলের আয়োজন করেন। বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে থেকে সেই মিছিল শুরু হয়। মিছিলে অংশ নেন সর্বভারতীয় ফেডারেশন, গভর্নমেন্ট ডক্টর অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারি চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী। যিনি প্রথম থেকেই আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। সুবর্ণবাবুর বাড়ি বোলপুরের সিঙ্গি গ্রামে। এখানেই তিনি ছোট থেকে বড় হয়েছেন। তাই বোলপুর শহরে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেন তিনি।

তিনি বলেন, 'অভিযুক্তদের আড়াল করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চলছে। ঘটনার পর ওই ছাত্রীর বাবা-মাকে খবর দেওয়া হয় আত্মহত্যা করেছে আপনার মেয়ে। ডাকার পর তাদের ৩ ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল, মৃতদেহ দেখতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।' চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী আরও বলেন, 'সন্দীপ ঘোষ আর তার চেলা চামুণ্ডরা, আর শাসক দলের কিছু নেতা শলাপরামর্শ করছিলেন, কিভাবে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়া যায়। প্রমাণ লোপাটের জন্য নানান ধরনের চেষ্টা করা হয়। নিজেদের তাবেদারদের দিয়ে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের কমিটি করা হয়। যাতে রিপোর্টেও গড়মিল করা যায়। তাই ভুলে ভরা ফরেন্সিক রিপোর্ট বেরিয়ে এসেছে। কোন নিয়ম মানছে না। একের পর এক বিভ্রান্ত।'

সুবর্ণবাবু আরও বলেন, 'সংস্কারের নামে ঘটনাস্থল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ১৪ তারিখ রাতে যখন মহিলারা রাস্তায় নেমে মিছিল করছে তখন ৩০ থেকে ৪০ জন গুণ্ডা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সশস্ত্র গুণ্ডাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত প্রমাণ লোপাটের চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত এই সন্দীপ ঘোষ। কলকাতা পুলিশ পুরোপুরি ব্যর্থ। সিবিআইয়ের কাছে আমাদের দাবি প্রকৃত দোষীদের ধরতে হবে, প্রমাণ লোপাটকারীদেরও ধরে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।'

তাঁর কাজ দেখে মনে হয় অভিধানে অসম্ভব কিছু নেই

অরুণাভ সেন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্বপ্নের বেঙ্গল কেমিক্যাল তাদের সব যন্ত্রপাতি,প্ল্যান্ট, কেমিক্যাল দ্রব্য, গোডাউন ইনসিওর করতে চায়, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী থেকে বলা হল আগুন লাগার ছোটখাটো দূর্ঘটনা যদি তারা সামলে না নিতে পারে তাহলে বিমার আওতায় আনা অসম্ভব। সুতরাং অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কিনতেই হবে। বিমার জন্য যন্ত্র খুবই জরুরী, বিলেত থেকে আনতে হয়, দামেও বেশ চড়া। ওই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কিনে আচার্য প্রফুল্ল রায়ের ছাত্র সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত নিজেই তৈরি করে ফেললেন ফায়ার কিং। দামে বিদেশি কোম্পানির থেকে অনেক সস্তা,আবার গুণগত মানে অনেকটা এগিয়ে। বাজারের যুদ্ধে বেঙ্গল কেমিক্যালের তৈরি ফায়ার কিংয়ের কাছে চূড়ান্ত ভাবে পর্যদুস্ত হল বিদেশি কোম্পানী। রাজশেখর বসুর পরে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত বেঙ্গল কেমিক্যালে কেমিস্ট পদে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় ছাত্রদের অন্যতম।পরীক্ষার হাত নিখুঁত। এম.এ. পরীক্ষার হল থেকে শেষদিন বের হবার সময় মাস্টারমশাই তাঁকে বেঙ্গল কেমিক্যালে নিয়ে এসেছিলেন সময়টা ১৯০৬। বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্য জরুরী অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কেনার ভার সতীশচন্দ্রের উপর পড়েছিল। একটা মাত্র সংস্থা তখন বিদেশি কোম্পানির যন্ত্র বিক্রি করত। সংখ্যায় অনেক গুলো কেনা হবে। স্বাভাবিকভাবেই সতীশচন্দ্র বিক্রেতা সংস্থা কে কিছুটা দাম কমাতে অনুরোধ করলেন। তবে ওই প্রস্তাবে বিক্রেতা সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হল দাম কমানো যাবে না,কারণ এই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যাপারটা বেশ জটিল, তারা অনেকটাই কম লাভে মাল বিক্রি করছে। সতীশচন্দ্র বেশি দাম দিয়ে একটা মেসিন কিনে নিলেন তারপর খুলেও ফেললেন সেই মেসিন,সবটা দেখে বুঝে বিদেশি কোম্পানীর থেকে ভাল একটা ডিজাইন করে বেঙ্গল কেমিক্যালের মিস্ত্রিদের দিয়ে আস্ত একখানা যন্ত্র বানালেন, পেটেন্ট নিলেন। তারপর বেঙ্গল কেমিক্যালে ফায়ার কিং তৈরি হতে লাগল। বিলেতের কোম্পানীর যন্ত্রের দাম যেখানে আশি টাকা তখন সতীশচন্দ্র দেখলেন তাঁর যন্ত্র তৈরিতে খরচ পড়ছে কুড়ি টাকা। দাম নির্ধারিত হল চল্লিশ টাকা। কার্যত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বেঙ্গল কেমিক্যালের ফায়ার কিং এর চাহিদা আকাশছোঁয়া হয়। এক অর্ডারে আট লক্ষ টাকার অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বিক্রি করেছে বেঙ্গল কেমিক্যাল। চার লক্ষ টাকা লাভ হয়,এর পঞ্চাশভাগ অর্থাৎ দু-লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন সতীশচন্দ্র। বেঙ্গল কেমিক্যাল ছাড়ার পরে তিনি সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন। শেষ জীবনে বাঁকুড়ার গোগরা গাঁয়ের অনুর্বর মাটিকে তিন ফসলি করেছেন। কৃষিবিজ্ঞানী এম.এস. স্বামীনাথন সেসব দেখে এসে বলেছিলেন 'তাঁর কাজ দেখে মনে হয় অভিধানে

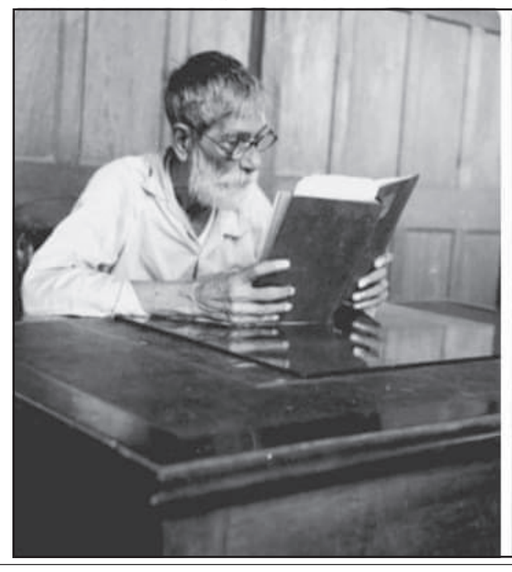

পরাক্রমশালী মহারাজা বাপ্পা রাওয়ালের ইতিহাস

ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে ভারতের ইতিহাসকে এমনভাবে বিকৃত করা হয়েছে যা আমাদের কল্পনার অতীত। ভারতীয়দেরকে নিজের ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয়দের ইতিহাস বইতে শুধু বাবর, আকবরের কাহিনী পড়ানো হয়। ইতিহাস বইতে পড়ানো হয় মুঘলরা এসেছিল, এরপর ইংরেজরা এসেছিল। তারপর ভারত স্বাধীন হলো। ব্যাস ইতিহাস শেষ?

অবাক করার বিষয়, বিশ্বের সবথেকে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান এবং তথ্য আজকের যুগে খুব কম ভারতীয়রই আছে। এমনকি মুঘলদের কিভাবে ভারতীয়রা তাড়িয়েছিল, তাও ইতিহাস বইতে সঠিকভাবে বলা হয় না।

ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে একজন ভারতীয় যতটুকু জানেন, তার চাইতে ভিনদেশের লোকজন জানেন অনেক বেশি। কারণ ভারতে যে ইতিহাস পড়ানো হয় তার অনেকটাই বিকৃত। ভারতীয়দের পূর্বপুরুষদের বীরগাঁথা লুকিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে ভারতীয়রা আসল ইতিহাস সম্পর্কে অন্ধকারে থেকে আত্মবিশ্বাসহীন, আত্মবিস্মৃত এক দুর্বল জাতিতে পরিণত হয়।

এই পরিস্থিতিতে আজ ভারতের এক মহান বীর রাজা সম্পর্কে আমরা জানবো যা পাঠ্যপুস্তকের ইতিহাস বইতে পাওয়া যাবে না।

ঘটনা ৭০০ খ্রিস্টাব্দের আশেপাশের, যখন মহম্মদ বিন কাশিম সিন্ধের মুলতান, ব্রাহ্মনাবাদ এলাকায় কব্জা করে নেয়। রাজা দাহীরকে হারানোর পর হিন্দুদের ছোট ছোট সেনা কাশিমকে আটকাতে ব্যর্থ হয়। মহম্মদ বিন কাশিম সিন্ধ কব্জা করার পর সেখানের মহিলাদের আরবে বিক্রি করতে শুরু করেন। একইসাথে সিন্ধের মন্দিরগুলোও ভাঙতে শুরু করেন। গরুজাতীয় সব প্রাণীকে রাস্তায় এনে প্রকাশ্যে কাটতে শুরু করে আরবি জিহাদিরা। সিন্ধে এভাবে অধর্ম ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ফলে অনেকে সিন্ধ ছেড়ে পালাতে শুরু করেন। এর মধ্যে কিছু মানুষ পৌঁছে যায় মেবাড়, যেখানে এক মহান হিন্দু রাজার রাজত্ব ছিল। সেই রাজার নাম ছিল বাপ্পা রাওয়াল। প্রথমত জানিয়ে দিতে চাই, বাপ্পা রাওয়াল একজন মহান পরাক্রমী রাজা ছিলেন, যার সাথে লড়াই করার অর্থ ছিল নিজের নিজের বিনাশ ডেকে আনা।

বাপ্পা রাওয়াল শাকাহারী ছিলেন এবং মহাকালের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। ইতিহাসে আছে, হরিৎ ঋষির আশীর্বাদে মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি মৌর্য শাসকদের হারিয়ে মেবাড়ের রাজকার্য সামলে ছিলেন।

এদিকে মহম্মদ বিন কাশিমের অত্যাচারে সিন্ধ থেকে পালিয়ে আসা কিছু মানুষের মুখ থেকে বাপ্পা রাওয়াল সেখানকার মানুষের দুঃখকষ্ট জানতে পারেন। বাপ্পা রাওয়াল জনগণের উপর অত্যাচার ও মহিলাদের সম্মানহরণের কথা শুনে প্রচণ্ড ক্রোধিত হয়ে পড়েন। শিবালয় ও মন্দির ভাঙার কথা শুনে উনি নিজের সেনাপতি ও মন্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে এক বড় ঘোষণা করেন। বাপ্পা রাওয়াল বলেন, "আমাদের কেল্লা কেউ যদি জয় করে তাতে শুধু আমাদের মাথা ঝুঁকে যায়, কিন্তু আমাদের আস্থার স্থান মন্দিরগুলো কেউ ভাঙলে সেটা অধর্মের জয় হয়। আর আমি থাকতে সেটা হতে দিতে পারি না।" এরপর বাপ্পা রাওয়াল সিন্ধকে অধর্ম থেকে মুক্তি দিতে বিশাল সেনা নিয়ে পৌঁছে যান সিন্ধপ্রদেশ। মুখে হরহর মহাদেব শ্লোগান, হাতে গেরুয়া পতাকা নিয়ে সিন্ধপ্রদেশে হাজির হয় বাপ্পা রাওয়ালের বিশাল সেনা।

এদিকে বাপ্পা রাওয়ালের সেনা যেন নিজের শক্তিপ্রদর্শনের কোনো সুযোগ খুঁজছিল। এক একজন সেনা ১০ জন আরবীকে বধ করতে শুরু করে। মহম্মদ বিন কাশিম বিশাল সেনার শক্তি দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং জলপথে আরবি হাজাজ এর কাছে পালিয়ে যায়। এসে আরবি হাজাজকে কাশিম সব কথা খুলে বলেন।

এদিকে বাপ্পা রাওয়াল দেখেন, আরবি সেনা পালাচ্ছে আরবের দিকেই। তখন বাপ্পা রাওয়াল আরবিদের তাড়িয়ে বেলুচিস্তান পার করে দেন। এভাবে আবার পুরো প্রদেশে শান্তি ফিরে আসে এবং সনাতন ধর্মের প্রকাশ ঘটতে থাকে। তারপর বাপ্পা মেবাড়ে ফিরে আসেন এবং রাজত্ব করতে থাকেন। এরমধ্যে আরবি হাজাজ হারের বদলা নেওয়ার জন্য বিশাল আরবি সেনা নির্মাণ করে এবং দু তরফা হামলা করে। একদিকে মেবাড়ে , অন্যদিকে জয়সলমেরে হামলা করে আরবি জেহাদি সেনা। বাপ্পা রাওয়াল দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে প্রত্যাঘাত করেন। বাপ্পা রাওয়াল তাঁর সেনা নিয়ে হাজাজের সীমায় ঢুকে পড়েন। অপরদিকে নাগভট্ট-প্রথম পশ্চিম প্রান্ত থেকে আরবীদের রক্ত স্নান করিয়ে দিতে শুরু করে।

এরপর বাপ্পা রাওয়াল মহাসেনা নির্মাণ করার সিধান্ত নেন এবং আশেপাশের রাজাদের সেনাকে সম্মিলিত করেন, যাতে করে আরবিদের সঠিক শিক্ষা দেওয়া যায়। নাগভট্ট, বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় এবং অন্যান্য রাজাদের সেনা নিয়ে মহাসেনা নির্মাণ করেন তিনি। সেই মহাসেনা নিয়ে বাপ্পা রাওয়াল আরবের দিকে রওনা দেন। আরবে মহাসেনার প্রথম আক্রমন সংঘটিত হয় আল-হাকাম বিন আলাবার উপরে। সেখানে গেরুয়া পতাকা স্থাপনের পর তামিম- বিন-জেয়েদ, জুনেদ বিন আব্দুল আল নুরির উপর আক্রমণ করা হয়। আরবের যে রাজ্যগুলি থেকে ভারতে আক্রমন করা হতো সেখানে গেরুয়া পতাকা স্থাপিত করে দেওয়া হয়। তবে জেনে অবাক হবেন, শত্রুদের ধুলিস্যাৎ করার পরও বাপ্পা রাওয়াল সেখানে রাজত্ব করেননি। কারণ হিন্দু রাজারা কখনোই বিদেশের মাটিতে কব্জা করতো না। এরপর এই মহাসেনা গজনীর দিকে অগ্রসর হয়। গজনীর শাসক গুড় সেলিম-আল-হাবিবকে শেষ করে দেয় মহাসেনা। এরপর প্রায় ৪০০ বছর আরবের জেহাদীরা ভারতে আক্রমন করার সাহস পায়নি। হ্যাঁ। ৪০০ বছর আর সাহস হয় নি। বলা হয় যে,পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি শহরের নাম বাপ্পা রাওয়ালের নামানুসারে করা হয়েছিল। সত্যি বলতে কী, বাপ্পা রাওয়ালের মত একজন মহান বীর রাজার এদেশে পুজো হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটাই সত্যি যে, আমরা নিজেরা নিজেদের পুর্বপুরুষ সম্পর্কে অবগত নই। তাই বাবর আর আকবরের কাহিনী শুনে, নিজেদের গোলাম মনে করে, আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকি। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কিছু হতে পারে না ?

ইতিহাসের আলপথ ধরে পাহাড়ি চট্টগ্রাম

সুজয় চৌধুরী

চীনের জিয়ান শহরে দুনিয়ার প্রাচীনতম চা--- পাতা খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল ২০১৬ সালে। কত প্রাচীন, তা আন্দাজ করতে পারেন? দুই হাজার ১০০ বছর! চায়ের ইতিহাস আসলে এমনই পুরোনো, হাজার বছরের। সেই হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাসের আলপথ ধরে চা এসে পৌঁছেছিল পাহাড়ে ঘেরা চট্টগ্রামে। এখন যেখানে চট্টগ্রাম ক্লাব, লালখান বাজার, টাইগার পাস কিংবা বাটালি হিলব্রিটিশ আমলে সেখানে ছিল ছায়াঘেরা পাহাড়। তখন ছিল না কোনো সুউচ্চ ভবন, যানজটের ভোগান্তি, উড়ালসড়ক। সেসব পাহাড়েই প্রথম চায়ের উৎপাদন শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের মধ্যে চট্টগ্রামেই প্রথম চা উৎপাদন শুরু হয়।

ইতিহাসের এসব খসড়া পাওয়া যায় ১৮৭৩ সালে বাংলায় চা চাষবিষয়ক তৎকালীন কৃষি বিভাগের এক প্রতিবেদনে। ব্রিটিশ সরকারের কাছে ওই বছরের ২৯ অক্টোবর চট্টগ্রাম থেকে এ প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছিল। ১৮৪৩ সালে চট্টগ্রাম ক্লাব ও আশপাশের পাহাড়ি এলাকার 'পাইওনিয়ার' বাগানের পাতা থেকে এ চা বানানো হতো। পরীক্ষামূলক এ বাগানে আবাদ শুরু হয় ১৮৪০ সালে। অর্থাৎ চারা রোপণের তিন বছরের মাথায় চা-গাছের পাতা থেকে চা তৈরি হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে আসামে পরীক্ষামূলক প্রথম চা তৈরির ছয় বছরের মাথায় চট্টগ্রামের বাগান থেকে চা তৈরি হয়েছিল। অবশ্য বর্তমান ক্লাবটি ছিল পাইওনিয়ার বাগানের ব্যবস্থাপকের বাসা। তবে শহর বড় হতে থাকলে ধীরে ধীরে এ বাগান বিলুপ্ত হয়। চট্টগ্রামে শুরু হলেও চায়ের উৎপাদন এই অঞ্চলে থেমে থাকেনি। এরপর প্রসারিত হয়েছে সিলেট, মৌলভীবাজার, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়সহ বিভিন্ন জেলায়। চায়ের সাম্রাজ্যে ব্রিটিশদের গল্প এখন লেখা হচ্ছে নতুনভাবে। কারণ, চায়ের বাজারের আধিপত্য এখন দেশীয় শিল্প গ্রুপের হাতে।

শুরুটা যেভাবে ১৮৪০ সালে তৎকালীন কালেক্টর স্কোনস আসাম থেকে চায়ের বীজ এবং কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে তিনটি চায়না চারা সংগ্রহ করেন। এসব চারা ও বীজ পাইওনিয়ার বাগানে রোপণ করা হয়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের বর্তমান বাংলাদেশ অংশে প্রথম চা চাষের শুরুটা এ বাগান দিয়েই।

চট্টগ্রাম ক্লাব প্রতিষ্ঠার আগপর্যন্ত এ বাগানে চা উৎপাদিত হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে ১৮৭২ সালে পাইওনিয়ার বাগানের তথ্য তুলে ধরে বলা হয়, সে বছর ৬ হাজার ৪০০ পাউন্ড (২ হাজার ৮৮০ কেজি) চা তৈরি হয়। সে সময় বাগানটির ১০ একরে পরিপক্ব চা-গাছ এবং তিন একরে অপরিপক্ব চা-গাছ ছিল। সব মিলিয়ে ওই বছর চট্টগ্রামে ১৩টি বাগানে ১ লাখ ৯৮ হাজার পাউন্ড চা তৈরি হয়। তবে একসময় নগরায়ণের ফলে বাগান এলাকার চেহারা বদলে যায়। হারিয়ে যায় পাহাড়ের ভাঁজে থাকা চা—গাছের সারি। থেমে যায় শ্রমিকের কর্মব্যস্ততা।

চট্টগ্রামে প্রথম চাষ শুরু হলেও ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলাদেশ অংশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম চা চাষ শুরু হয় সিলেটে। আবার চা চাষের সম্প্রসারণও হয়েছে সেখানে। চা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, ১৮৫৪ সালে সিলেটে মালিনীছড়া বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস, সিলেট'-এ বলা হয়, সিলেটের মালিনীছড়ায় প্রথম বাণিজ্যিকভাবে চা চাষ শুরু হয় ১৮৫৭ সালে।

বর্তমানে দেশে ১৬৭টি চা-বাগানের ১৩৫টিই বৃহত্তর সিলেটে। চট্টগ্রামে বাগান রয়েছে ২১টি। চা সম্প্রসারণের তালিকায় এখন যুক্ত হয়েছে উত্তরাঞ্চলের পাঁচ জেলার সমতল এলাকাও।

চাটগাঁর চায়ের সুনাম...

সালটা ১৯১৬। সে বছর জাপান ভ্রমণে গিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেখানে এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে চা-পান অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথও আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করলেন। সেই চায়ের আয়োজনে মোহিত হয়েছিলেন কবিগুরু। সেরা চায়ের খোঁজেই কবিগুরু সেই চা-চক্রের প্রসঙ্গ টানা হলো। জাপানি চায়ের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মেছিল অনেক আগেই। গুণে---মানে জাপানি চায়ের সুনাম ছিল। কিন্তু চট্টগ্রামের চা-ও কম যায় না। ১৮৭৩ সালে চট্টগ্রামের কৃষি বিভাগ থেকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাঠানো প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে, পাইওনিয়ার বাগানের চায়ের নমুনা ১৮৬১ সালে লন্ডনে পাঠানো হয়। পরে লন্ডনের মেসার্স টুইনিং অ্যান্ড কোম্পানি ওই নমুনা পরীক্ষা করে 'এ ওয়ান' ক্যাটাগরি, অর্থাৎ খুবই ভালো বলে উল্লেখ করে। ১৮৬১ সালের ১ জুলাই দেওয়া ওই সনদে চায়ের চমৎকার স্বাদ ও পানীয়ের রং উজ্জ্বল বলে উল্লেখ করা হয়।

অবশ্য শুরুতে চট্টগ্রামে চা চাষ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টিপাত কম বলে চা চাষ সম্প্রসারণেও শঙ্কা ছিল। অবহেলার কারণে অনেক চা-বাগান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ভেস্তে যায়। এরপরও চট্টগ্রামের উৎপাদিত চায়ের মান স্বীকৃতি দিয়েছিল বিশ্বখ্যাত চা কোম্পানি টুইনিং। এখানেই শেষ নয়। এ স্বীকৃতির ১৬০ বছর পর আবারও স্বীকৃতি মিলেছে চট্টগ্রামের চায়ের। ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ নিলাম মৌসুমে চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ব্র্যাকের কৈয়াছড়া ডলু বাগানের চা দেশের বাগানগুলোর মধ্যে গড়ে সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হয়েছে। অর্থাৎ এ বাগানের চায়ের গড় মান ভালো। একর প্রতি সর্বোচ্চ ফলনেও বছর তিনেক আগে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ফটিকছড়ির হালদা ভ্যালি চা—বাগান। ২০১৭ সালে হালদা ভ্যালিতে হেক্টরপ্রতি গড় উৎপাদন ছিল ৩ হাজার ৭১৭ কেজি। সে সময় দেশের অন্য চা-বাগানে গড় উৎপাদন ছিল হেক্টরপ্রতি ১ হাজার ৪৭৭ কেজি। এ জন্য সব বাগানকে পেছনে ফেলে চা উৎপাদনে 'সেরা পুরস্কার' পেয়েছিল বাগানটি।

দেশীয়দের আধিপত্য

চায়ের বাজার একসময় ছিল ব্রিটিশদের হাতে। এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। দুই দশকে ব্রিটিশ কোম্পানি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন বাগান ইজারা নিয়ে বিনিয়োগ করেছে দেশীয় শিল্প গ্রুপগুলো। তালিকায় ১৮টি শিল্প গ্রুপের নাম রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান বাগানের সংস্কার যেমন করেছে, তেমনি আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনেও বিনিয়োগ করেছে। এতেই মিলেছে সাফল্য।

চা বোর্ডও দুই দশকে নতুন নতুন প্রকল্প নিয়েছে। চা চাষের আওতা বাড়াতে তদারকি বাড়িয়েছে। ক্ষুদ্র চাষি ও নতুন উদ্যোক্তাদের চা চাষে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাতে দেড় শ বছরের বেশি সময় ধরে চা উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু সিলেট-চট্টগ্রাম ছাড়িয়ে চা চাষের বিস্তার ঘটেছে উত্তরাঞ্চল ও পার্বত্য জেলায়। চা উৎপাদনের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, দুই দশক আগে ২০০০ সালে স্টারলিং কোম্পানি হিসেবে পরিচিত ইউরোপিয়ান কোম্পানিগুলোর হাত ধরে উৎপাদিত হয় মোট উৎপাদনের ৪৮ শতাংশ চা। গত বছর তা কমে দাঁড়ায় প্রায় ১৯ শতাংশ। আর ধারাবাহিকভাবে বেড়ে দেশীয় কোম্পানিগুলোর হাতে এখন উৎপাদিত হচ্ছে ৮১ শতাংশ চা। দুই দশক আগে এই পরিবর্তন শুরু হলেও তাতে গতি পায় যুক্তরাজ্যের জেমস ফিনলে লিমিটেডের চা-বাগান হস্তান্তরের ঘটনার পর। যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত সোয়ার গ্রুপ ফিনলে লিমিটেডকে অধিগ্রহণ করে। তারা বাংলাদেশের ব্যবসায় মুনাফা না দেখে ২০০৫ সালে বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু করে। ২০০৬ সালের মার্চে ব্রিটিশ এই কোম্পানির হাতে থাকা ৩৯ হাজার ১১২ একর বাগানের সব শেয়ার আনুষ্ঠানিকভাবে কিনে নেয় ছয়টি গ্রুপ ও দুই ব্যক্তি। ছয়টি গ্রুপ হলো ইস্পাহানি, উত্তরা গ্রুপ (উত্তরা মোটরস), পেডরোলো, ইস্টকোস্ট, এবিসি গ্রুপ এবং এমজিএইচ গ্রুপ। এর মধ্যে শেষ তিনটি প্রথমবার এই খাতে বিনিয়োগ করেছে।

ফিনলে ছাড়াও গত দুই দশকে চা-বাগান ইজারা নিয়ে যুক্ত হয়েছে এ কে খান, আকিজ, স্কয়ার, সিটি, টিকে, ওরিয়ন, কাজী অ্যান্ড কাজী (জেমকন), ইউনাইটেড গ্রুপ, মোস্তফা গ্রুপ এবং প্যারাগন গ্রুপের মতো শিল্প গ্রুপ। বৈশ্বিক পারফিউম ব্র্যান্ড আল হারামাইন পারফিউমস গ্রুপ, পোশাক খাতের প্রতিষ্ঠান হা-মীম ও ভিয়েলাটেক্স গ্রুপও আছে এই তালিকায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

24-08-24.pmd 1 25-08-2024, 12:20

শনিবার এক সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আগরতলায় বৃক্ষ রোপন করা হয়। নিজস্ব ছবি।

নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করলো পিডিপি, একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি মেহবুবা মুফতির

শ্রীনগর, ২৪ আগস্ট (হি.স.): আগামী মাসেই জম্মু ও কাশ্মীরে ভোট। তার আগে শনিবার জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করলো পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)। শনিবার শ্রীনগরে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছেন পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতি। তিনি বলেছেন, 'আমরা বলতে চাই ২০০ ইউনিট পর্য্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেব, আমরা জলের ওপর কর তুলে দিতে চাই, জলের জন্য কোনও মিটার থাকা উচিত নয়। গরিবদের জন্য যাদের বাড়িতে ১ থেকে ৬ জন সদস্য আছেন, আমরা আবার মুফতি মোহাম্মদ সাঈদ স্কিম বাস্তবায়ন করতে চাই, কারণ তাঁরা যে চাল এবং রেশন পায় তা যথেষ্ট নয়, তাই আমরা দরিদ্রদের বছরে ১২টি সিলিন্ডার দেব। বার্ধক্য পেনশন, বিধবা পেনশন ইত্যাদির মতো সামাজিক নিরাপত্তা দ্বিগুণ করব আমরা।'

পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতি আরও বলেছেন, 'জোট এবং আসন ভাগাভাগি অনেক দূরের বিষয়। ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং কংগ্রেস যদি আমাদের এজেন্ডা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে, আমরা বলবো তাঁদের সব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত, আমরা তাঁদের অনুসরণ করব, কারণ আমার জন্য কাশ্মীরের সমস্যা সমাধান করা অন্য যে কোনও কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আগেও যখন জোট করেছিলাম, আমাদের একটি এজেন্ডা ছিল, যখন আমরা বিজেপির সঙ্গে জোট করেছিলাম, তখনও আমাদের একটি এজেন্ডা ছিল, যা তারা সম্মত হয়েছিল। কিন্তু ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং কংগ্রেসের মধ্যে জোট এজেন্ডায় ঘটছে না, এটি আসন ভাগাভাগি নিয়ে ঘটছে। আমরা এমন কোনও জোট করব না যেখানে কেবল আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা হবে এবং আমাদের এজেন্ডা জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করা উচিত।'

মিছিলে পড়ুয়া, শিক্ষা দফতরের কোপে হাওড়ার ৩ হাই স্কুল

হাওড়া, ২৪ আগস্ট (হি.স.) : আর জি কর কাণ্ডে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। প্রতিবাদের বহর ক্রমশ বড় হচ্ছে বঙ্গে। এবার প্রতিবাদ মিছিলে স্কুল পড়ুয়াদের দেখা যেতেই শিক্ষা দফতরের কোপে পড়ল হাওড়ার ৩ হাই স্কুল।

আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে পড়ুয়াদের নিয়ে মিছিল করায় হাওড়ার ৩ স্কুলকে শো কজ নোটিস দেওয়া হয়েছে। হাওড়ার বলুহাটি হাইস্কুল ও বলুহাটি গার্লস হাইস্কুলকে নোটিস দেওয়া হয়। নোটিস দেওয়া হয় ব্যাঁটরা রাজলক্ষ্মী বালিকা বিদ্যালয়কেও। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শো কজের উত্তর দিতে হবে বলে উল্লেখ নোটিসে। শুক্রবার পড়ুয়া ও শিক্ষকদের মিছিল ঘিরে এই বিতর্ক হয়। এই মিছিলে শিশু অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বলে উল্লেখ নোটিসে। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, পঠনপাঠনের শেষে ছুটির পর এই মিছিল হয়েছে।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার হাওড়ার বলুহাটি হাই স্কুল, বলুহাটি গার্লস হাই স্কুল এবং ব্যাটরার রাজলক্ষ্মী বালিকা বিদ্যালয় এই তিনটি স্কুল থেকে আরজি কর কাণ্ডে বিচারের দাবি নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেন। এই ঘটনার খবর নজরে আসে জেলা স্কুল শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের।

এরপরই ডিসট্রিক্ট ইন্সপেক্টর ওই তিনটি হাই স্কুলের প্রধানকে কারণ দর্শানোর চিঠি পাঠান এবং চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। চিঠিতে সরাসরি অভিযোগ করা হয় স্কুল চলাকালীন মিছিল আয়োজন করে শিশুদের অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। যদিও বলুহাটি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অঞ্জন সাহার দাবি স্কুল ছুটির পর মিছিল বের হয়।

পুলিশের কবজা থেকে পালাতে গিয়ে মৃত্যু ধিঙে নাবালিকা-ধর্ষণকাণ্ডের মূ অভিযুক্ত তফাজ্জুল

নগাঁও (অসম), ২৪ আগস্ট (হি.স.) : পুলিশের কবজা থেকে পালিয়ে জলাশয়ে ঝাঁপ দিয়ে সলিলসমাধি হয়েছে নগাঁও জেলার অন্তর্গত ধিং বিধানসভা এলাকার এক নাবালিকাকে দলবদ্ধ ধর্ষণকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্ত তফাজ্জুল ইসলামের।

ঘটনা আজ শনিবার ভোররাত প্রায় চারটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে।নগাঁওয়ের পুলিশ সুপার স্বপ্ননীল ডেকা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, গত বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) বিকালের দিকে ধিঙের বাসিন্দা দশম শ্রেণির এক ছাত্রী প্রাইভেট টিউশন থেকে বাড়ি আসার পথে তিন বাইক-আরোহী তাকে অপহরণ করে নির্জন জঙ্গলে নিয়ে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে। এর পর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মেয়েটিকে রাস্তার পাশে জঙ্গলে ফেলে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে খুঁজে উদ্ধার করে প্রথমে ধিং এফআরইউতে নিয়ে যান। সেখানে তার শারীরিক অবস্থা গুরুতর বলে ডাক্তাররা রেফার করেন নগাঁওয়ে ভোগননী ফুকননী সিভিল হাসপাতালে। বর্তমানে ছাত্রীটি নগাঁও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।ঘটনার পর গোটা নগাঁও জেলা সহ রাজ্যজুড়ে নাবালিকা-ধর্ষকদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি ওঠে। সৃষ্টি হয় তীব্র প্রতিক্রিয়ার।এদিকে গতকাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা ধিঙে ধর্ষণের মতো অপরাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ ব্যক্ত করে বলেন, সেখানে অসমের আদি বাসিন্দা অসমিয়ারা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। অসমে যে কোনও অপরাধী তথা ধর্ষকদের আসকারা দেওয়া হবে না। নাবালিকাকে ধর্ষণের সঙ্গে জড়িতদের খুব শীঘ্রই গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেছিলেন, 'যে সব অঞ্চলে ভুমিপুত্র অসমিয়ারা সংখ্যালঘু হয়ে গেছেন, সে সব স্থানে ধিঙের মতো ধর্ষণজনিত অপরাধ বেড়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই প্রকৃত শত্রুদের চিহ্নিত করে কড়া হাতে দমন করতে হবে।' মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা আরও বলেছিলেন, 'জঘন্য ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ধরনের নৃশংসতা মোকাবিলা করতে যথেষ্ট আইন রয়েছে। পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে।'অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গতকাল শুক্রবার সকালে ধিঙে ছুটে গিয়েছিলেন পরিষদীয় মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা এবং রাজ্যের পুলিশ-প্রধান (ডিজিপি) জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিং। মন্ত্রী এবং ডিজিপির উপস্থিতিতে বিভিন্ন দল-সংগঠনের প্রতিনিধিবর্গ ধিঙে গিয়ে জঘন্য ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে অপরাধীদের শীঘ্র গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তির দাবি করে অবস্থান-ধরনা সংগঠিত করেছিলেন।পুলিশ সুপার স্বপ্ননীল ডেকা জানান, গতকাল শুক্রবার দুপুরের দিকে দলবদ্ধধর্ষণ মামলার তিন আসামির মধ্যে তফাজ্জুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনার মূল অভিযুক্ত তফাজ্জুলের পর পুলিশ বাকি দুই অপরাধীকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালাচ্ছে।তিনি জানান, ধৃত তফাজ্জুলকে গ্রেফতারের পর তদন্তের স্বার্থে আজ ভোররাতে তাকে সংগঠিত স্থানে নিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ। ভোররাত প্রায় চারটা। তখন সে পুলিশের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে দৌড়ে রাস্তার পার্শ্ববর্তী কানায় কানায় ভরতি একটি জলাশয়ে ঝাঁপ দেয়। বহুক্ষণ তাকে খুঁজে না পেয়ে ডেকে পাঠানো হয় এসডিআরএফ-কে। প্রায় দু-ঘণ্টা তালাশি অভিযান চালিয়ে তফাজ্জুল ইসলামের মৃতদেহ উদ্ধার করে এসডিআরএফ।

চাষের কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে জলের তোড়ে তলিয়ে মৃত্যু প্রৌঢ়ের

বাঁকুড়া, ২৪আগস্ট (হি.স.) : চাষের কাজ সেরে সস্ত্রীক বাড়ি ফেরার পথে জলের তোড়ে তলিয়ে গেল এক প্রৌঢ়।

শুক্রবার সন্ধ্যায় তলিয়ে যাওয়ার পর শনিবার দুপুরে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা। মৃতের নাম সমর বাউরি (৪৮)। মেজিয়া থানার লক্ষ্মণবাঁদি গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা জোড় পার হতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে। গত ২ দিন ধরে বাঁকুড়া জেলা জুড়ে ভারি বৃষ্টি জেরে জোড় দিয়ে প্রবল বেগে জলের স্রোত বইছে। জোড়ের ওপারে চাষের জমি থাকায় চাষ আবাদ করতে জোড় পেড়িয়ে যেতে হয় গ্রামের অধিবাসীদের।জোড়ের উপর কোনো সেতু না থাকায় জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হয়। এদিন চাষের জমিতে ধান পোতার কাজ করতে গিয়েছিলেন সমর বাউরি এবং তার স্ত্রী ও বৌমা। সন্ধ্যার সময় মাঠের কাজ সেরে জোড় পারাপার করতে গিয়ে স্ত্রী ও বৌমা পার হয়ে এপারে উঠে এলেও জলের তোড়ে ভেসে যান তিনি।

তারপর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। এরপর পুলিশে খবর দিলে অকুস্থলে পুলিশ এসে পৌঁছায়। কিন্তু দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও রাত হয়ে যাওয়ার ফলে তল্লাশি চালানো যায়নি।

এদিন সকালে বিপর্যয় মোকাবিলা টিম এসে স্পীড বোট নামিয়ে তল্লাশি চালায়।

বেশ কিছুটা দূরে জোড়ের একটি বাঁকে পাথরের খাঁজে তার দেহ পাওয়া যায়।

মৃতদেহ উদ্ধারের পর পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত প্রভূত মতুয়া সম্মেলন, সংবর্ধনা প্রধান গুণীজনদের

রায়গঞ্জ, ২৪ আগস্ট (হি.স.): অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির আহ্বানে রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত হল প্রভূত মতুয়া সম্মেলন এবং গুণীজন সংবর্ধনা। শনিবার রায়গঞ্জের ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এবং অল ইন্ডিয়া মতুয়া মাতৃ সেনার সভানেত্রী সোমা ঠাকুর। এই অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে মেতে উঠেন জেলার মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন। এই অনুষ্ঠানে মতুয়াদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, এরই পাশাপাশি গুণীজনদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।এই অনুষ্ঠানের ফাঁকে আর জি কর কাণ্ড নিয়ে মুখ খোলেন শান্তনু ঠাকুর। তিনি বলেন, আর জি কর কাণ্ডে যেভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা দেখা যাচ্ছে তাতে এই রাজ্যে সরকার বিরোধী একটা জনগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে। কারণ সরকার যেভাবে আরজি কর নিয়ে লুকাতে চাইছে বিষয়বস্তুগুলি তাতে সম্পূর্ণভাবে বোঝা যাচ্ছে যে সরকারের মদত রয়েছে এতে।

উত্তরবঙ্গের সীমান্তে আটক দুই বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

শিলিগুড়ি, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : উত্তরবঙ্গের সীমান্তে মোতায়েন নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ) সদস্যরা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে। তবে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়ে দুজনকেই বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। শনিবার বিএসএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন উত্তরবঙ্গ সীমান্তের শিলিগুড়ি সেক্টরের অধীন বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) মহাদেবের সীমান্তরক্ষীরা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে দুই বাংলাদেশি নাগরিক বাবু রাম (৪৮) এবং অঙ্কন চন্দ্র রায়কে (২০) গ্রেফতার করেছে। বাংলাদেশ থেকে ধরা পড়ে। বিএসএফ ওই বাংলাদেশিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানা যায়, সে অজান্তে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে।

২৭শের নবান্ন ছাত্র-অভিযান ঘিরে বাড়ছে উত্তেজনার পারদ, সমর্থন অধীরের

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের ব্যানারে আগামী ২৭শে নবান্ন অভিযানে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতাদের পতাকা ছাড়াও পরিবারের একজনকে সঙ্গে নিয়ে নবান্ন অভিযানের মিছিলে আসার আহ্বান জানানো হলো। শুক্রবার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কর্মসূচির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন তিন ছাত্র।'বিজেপির ছদ্মনামে নবান্ন অভিযান'-এর অভিযোগ তুলে ওই দিন অশান্তি বাঁধানোর ছক করা হয়েছে বলে দাবি উঠেছে তৃণমূলের তরফে। অন্যদিকে আয়োজকদের তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, ওই দিন মিছিলকে যদি পুলিশ বা শাসকদল বাধা দেয় তাহলে বাংলা স্তব্ধ হবে।

২৭শের অভিযানকে সমর্থন করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। তিনি বলেন, "ছাত্রদের যে নবান্ন অভিযান তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তাদের দৃঢ়তা আছে আমরা তাদের সঙ্গে আছি। দরকার হলে আমরা সেই নবান্ন অভিযানে যাব। সঠিক সিদ্ধান্ত ছাত্রদের।"

সাংবাদিক সম্মেলনে ওইদিন গোলমালের আগাম ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন ছাত্রসমাজের তরফে উপস্থিত সায়ন লাহিড়ী, প্রবীর দাস ও শুভঙ্কর হালদার। প্রবীর নিজেকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শুভঙ্কর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে পরিচয় দেয়। তাঁরা একে অপরের "ফেসবুক ফ্রেন্ড" বলে পরিচয় দিয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিজেও প্রচার করছেন। তিনি নিজেও এই কর্মসূচিতে থাকবেন। তিনি হুমকি দিয়ে বলেছেন, "মুখ্যমন্ত্রী ২৬ তারিখ পদত্যাগ করুন, যাতে গুলি না চালাতে হয়।"

২৭ তারিখ দুপুর ১টায় কলেজ স্কোয়ার ও সাঁতরাগাছিতে জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়। বিজেপির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এবং হাওড়া-হুগলি জেলার যুব মোর্চা ও এবিভিপির কর্মীরা সাঁতরাগাছিতে জমায়েত করবেন। অন্যদিকে, কলেজ স্কোয়ারের জমায়েতে দুই কলকাতা ও শহরতলি থেকে গেরুয়া ছাত্র-যুব কর্মীরা আসবেন।

সূত্রের খবর, এই নবান্ন অভিযানের রাশ থাকছে বিজেপির ছাত্র ও যুব সংগঠনের হাতে। ফলে শেষমেশ এই কর্মসূচি থেকে এড়িয়ে থাকার দাবি করছে বাম-সহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলি।

আর জি করের নির্য্যাতিতার বিচার ছেড়ে এখন মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে নবান্ন অভিযানের নামে ২৭ আগস্ট পথে নেমে রাম-বাম যৌথভাবে অশান্তি ও হিংসা ছড়ানোর চক্রান্ত করছে বলে ইতিমধ্যে অভিযোগ করেছে তৃণমূল। আগামী ২৯ আগস্ট এই বিষয়ে কলেজ স্ট্রিট থেকে শ্যামবাজার প্রতিবাদ মিছিল করবেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী।

বিজেপিকে তোপ অতিশীর, বললেন তাঁদের সমস্ত চক্রান্তই বিফলে যাবে

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে ফের আক্রমণ শানালেন দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী। ইডি ও সিবিআই-কে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। সিবিআই আবগারি মামলায় মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে বিচার করার জন্য দিল্লি উপ-রাজ্যপালের অনুমোদন পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে, এ প্রসঙ্গে শনিবার দিল্লির মন্ত্রী এবং এএপি নেত্রী অতিশী বলেছেন, '...অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে লোকসভা নির্বাচনের আগে একটি মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। বিজেপির ষড়যন্ত্র স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে বিজেপি কীভাবে ইডি এবং সিবিআইকে নিজস্ব রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে... আমি বিজেপিকে বলতে চাই, তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন, সত্যেরই জয় হবে। বিজেপির প্রতিটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে।"

এসএফআই-র লালবাজার অভিযান, "হেনস্তা না করে আসল অপরাধী ধরুন"

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি.স.) : আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে শনিবার আইনজীবীদের নেতৃত্বে এসএফআই-ডিওয়াইএফ-এর মিছিল বার হল। হাসপাতালে তাণ্ডবের পর বাম নেতা-কর্মীদের তলবের প্রতিবাদে এই মিছিল। কলেজ স্ট্রিট থেকে লালবাজার পর্য্যন্ত মিছিলের ডাক দেয় বামেদের ছাত্র সংগঠন। বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে ব্যারিকেড নিয়ে মিছিল আটকাতে তৈরি হয় পুলিশ।

আর জি করে ভাঙচুরে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই হয় এই লালবাজার অভিযান।

প্রতিবাদীরা জানান, "আমাদের যারা আর জি করের ঘটনায় প্রতিবাদী, তাঁদের রাত বারোটা একটায় পুলিশ গিয়ে চিঠি দিয়ে আসছে দেখা করার জন্য। অথচ যারা আসল অপরাধী তাঁরা রাস্তায় ঘরে বেড়াচ্ছে, তাঁদের প্রতি পুলিশের কোনও নজর নেই। গোটা বাংলার প্রতিবাদী মানুষজন, ছাত্র-যুব-মহিলারা, এসেছি দেখা করতে।

এক প্রতিবাদী বলেন, "আমরা পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে চাই যে, আমাদের সঙ্গে কী অসুবিধা আছে? আর আমাদের ছেড়ে, এই হেনস্তা বাদ দিয়ে আসল অপরাধীকে ধরার দিকে পুলিশ নজর দিক।"

অল্পের জন্য রক্ষা পেল বোল্টের রেকর্ড, চমকে দিলেন ১৬ বছরের অস্ট্রেলিয়ান অ্যাথলিট!

কুইন্সল্যান্ড, ২৪ আগস্ট (হি.স.): অল্পের জন্য রক্ষা পেল বোল্টের রেকর্ড! মাত্র ১৬ বছরের অস্ট্রেলিয়ান অ্যাথলিট গাউত আজ কুইন্সল্যান্ড অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে মাত্র ১০.২ সেকেন্ডে ১০০ মিটার শেষ করে অ্যাটলেটিক দুনিয়াকে চমকে দিয়েছেন।

২০০৯ ওয়ার্ল অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ মিটার দৌড়ে বোল্ট এই রেকর্ড করেছিলেন ৯.৫৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড় শেষ করে। এখন পর্য্যন্ত কোনও অ্যাথলিট বোল্টের এই রেকর্ড ভাঙতে পারেননি, যা করতে চলেছিলেন এই ১৬ বছর বয়সি অস্ট্রেলিয়ান তরুণ দৌড়বিদ। যার চিতাবাঘের মতো গতি সকলকে চমকে দিয়েছে।

কংগ্রেস যোগ দিলেন মহেশ দাইমা, স্বাগত জানালেন ভূপিন্দর সিং হুডা

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): হরিয়ানায় এগিয়ে আসছে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ। তার আগে শনিবার কংগ্রেসের যোগ দিলেন প্রাক্তন বিজেপি নেতা মহেশ দাইমা। এদিন দিল্লিতে হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা ভূপিন্দর সিং হুডার উপস্থিতিতে কংগ্রেসের যোগ দিয়েছেন মহেশ দাইমা।কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর মহেশ দাইমা বলেছেন,

১০ দিনে বর্ধমানের আদিবাসী তরুণী খুনের কিনারা, সিটের জালে "বিশেষ বন্ধু"

পূর্ব বর্ধমান, ২৪ আগস্ট (হি.স.) : সম্পর্কে টানাপোড়েনের কারণেই খুন বর্ধমানের নান্দুর ঝাপানতলার আদিবাসী তরুণী প্রিয়াঙ্কা হাঁসদা, পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এল এমনটাই। শনিবার পূর্ব বর্ধমানের পুলিশ সুপার আমনদীপ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্ত অজয় টুডু (২৭)-কে গ্রেফতার করা হয়েছে পাঁশকুড়া থেকে।

প্রিয়াঙ্কা অজয়ের পূর্বপরিচিত। সম্পর্কে টানাপোড়েনের কারণেই খুন হতে হয় প্রিয়াঙ্কাকে, পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে এমনটাই। অজয়কে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ।

গত ১৪ অগস্ট সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে ৫০ মিটার দূরে সব্জি ক্ষেতের পাশ থেকে উদ্ধার হয় প্রিয়াঙ্কার দেহ। গলার নলি কেটে হত্যা করা হয় তাঁকে। এই ঘটনায় ১০ দিনের মাথায় অজয়কে গ্রেফতার করল পুলিশ।

সূত্রে খবর, দুই বছর আগে বেঙ্গালুরুর একটি শপিং মলে কাজ করতেন প্রিয়াঙ্কা। সামাজিক মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় অজয়ের। গত ১২ আগস্ট গ্রামে ফেরেন প্রিয়াঙ্কা। সেই সময়ই অভিযুক্তের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সম্প্রতি প্রিয়াঙ্কা সেই সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, রাজি হয়নি অজয়।

১৪ অগস্ট ট্রেনে ডেবরা থেকে গাংপুরে আসে অভিযুক্ত। প্রিয়াঙ্কাকে ফোন করে ক্ষেতের মধ্যে দেখা করতে ডাকে এবং সেখানেই তাঁকে খুন করে বলে সন্দেহ পুলিশের। সম্পর্কের তিক্ততার কারণেই অজয় প্রিয়াঙ্কাকে খুন করে বলে অনুমান পুলিশের।

পুলিশ সুপার আমনদীপ বলেন, "প্রথমে ৯ সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল(সিট) গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু, পরে তাতে মোট ২১ জনকে যুক্ত করা হয়। অন্যান্য জেলার পুলিশও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। ঘটনার ১০ দিনের মাথায় অজয় টুডুকে গ্রেফতার করা হয় এবং পাঁশকুড়া থেকে নিয়ে আসা হয়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হত্যার কারণ স্পষ্ট হতে পারে বলে মনে করছেন আমনদীপ। তিনি বলেন, 'আমি গত পাঁচ-ছয় বছরের কেরিয়ারে অন্যান্য জেলার পুলিশের এভাবে সাহায্য নিয়ে অভিযুক্তকে ধরার ঘটনা দেখিনি।'

১৬ মাসের জন্য নির্বাসিত ভারতীয় দৌড়বিদ ভাবনা জাট

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সে ভাবনা জাট একজন বড় পর্য্যায়ের অ্যাথলিট। কিন্তু তাকে ১৬ মাসের নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়তে হল। নাডার তরফে তাঁকে ১৬ মাসের জন্য নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। নিজের হোয়ার অ্যাবাউট ঠিক সময় মতো নাডার কাছে জমা দিতে না পারার জন্য তাকে এই শাস্তির মুখে পড়তে হল। নাডার আইনের ২.৪ ধারায় ভাবনাকে ১৬ মাসের জন্য নিষিদ্ধ করা হল।

২০২২ সালে নাডার যে অ্যান্টি ডোপিং ডিসিপ্লিনারি প্যানেল তৈরি হয়েছিল তারাই এই শাস্তি ঘোষণা করেছে। নাডার তরফে গত আগস্টে সাময়িকভাবে ভাবনাকে নির্বাসন করার জন্য ২০২৩ সালের বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভাবনা নামতে পারেননি। ২০২৩ সালের ১০ আগস্ট থেকে ভাবনার ১৬ মাসের নির্বাসন শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবারে রাতে নাডা এই ঘোষণা করেছে তাদের ওয়েবসাইটে।

শনিবার বন্যা দুর্গতদের মধ্যে ত্রান সামগ্রী বিতরণ করে তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিরা। নিজস্ব ছবি।

হরেকরকম

সামান্য চোট-আঘাতেই কালশিটে পড়ছে এমন উপসর্গ কোন রোগের ইঙ্গিত?

একটু চোট-আঘাত পেলেই কালশিটে পড়ে যায়? অনেকেই এ সমস্যায় পড়েন। কখনও কখনও আবার এমনও হয় যে কোথায় বা কখন লাগল সেইটাই মনে করতে পারছেন না, কিন্তু বেশ বড় কালশিটে পড়ে গিয়েছে। আর তার সঙ্গে বেজায় ব্যথাও। মাঝেমধ্যে কালশিটে পড়তেই পারে। কিন্তু খুব ঘন ঘন এই ধরনের সমস্যা হওয়া কিন্তু স্বাভাবিক নয়।

এটি কোনও বড় রোগের উপসর্গ হতেই পারে।

কেন ঘন ঘন কালশিটে পড়তে পারে?

১) রক্ত ঠিক মতো জমাট না বাঁধলে কিংবা রক্ত জমাট বাঁধতে দেরি হলে কিন্তু কালশিটে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। সেই কারণে হেমোফিলিয়া জাতীয় রোগ থাকলে কালশিটে পড়ার প্রবণতা বেশি থাকে।

২) ঘন ঘন কালশিটে পড়া হতে পারে ক্যানসারের লক্ষণ। ব্লাড ক্যানসার বা বোনম্যারো ক্যানসার হলে কালশিটে পড়ার ঝুঁকি বাড়ে।

৩) লিভার সিরোসিসের কারণেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে সাধারণত এই অসুখ হয়। লিভারের যে প্রোটিনটি রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করে, সেই প্রোটিনের উৎপাদন কমিয়ে দেয় এই অসুখ।

৪) ঘন ঘন কালশিটে পড়ছে মানে ভিটামিনের অভাব হয়নি তো? শরীরে ভিটামিন সি বা ভিটামিন কে-র অভাব ঘটলেও কালশিটে পড়তে পারে। বিশেষ করে শরীরে ভিটামিন কে-র পরিমাণ বেশি কমে গেলে কালশিটে পড়ার প্রবণতা জন্মায়।

৫) বিশেষ কোনও ওষুধের প্রতিক্রিয়াও হতে পারে কালশিটে পড়ার কারণ। অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না। তাই এই ধরনের ওষুধ খেলে কালশিটে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

নতুন চুল গজাবে! তার জন্য তেল মাখতে হবে মাথার ত্বকের ধরন অনুযায়ী

পুজো আসতে তো আর বেশি দিন নেই। তাই এখন থেকেই চুলের যত্ন নিতে শুরু করেছেন। বন্ধু, সহকর্মী যে যা মাখতে বলছে সময়-সুযোগ পেলে সবই মেখে নিচ্ছেন। রাতে ঘুমোনোর আগে তেলও মাখছেন। কিন্তু চুল ভাল হওয়া তো দূর। উল্টে মুঠো মুঠো চুল পড়ছে। ভুলটা কোথায় হচ্ছে বলুন তো? তেলে, জলে চুল ভাল হয়। তবে আয়ুর্বেদ বলছে, সব তেল সকলের জন্য নয়। তেল মাখার পর হুড়মুড় করে চুল উঠতে শুরু করলে তেলের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে লাভ নেই। মাথার ত্বকের ধরন বা সমস্যা বুঝে সঠিক তেল নির্বাচন করতে না পারলে চুল উঠবেই। তার চেয়ে বরং জেনে নিন কোন তেল মাখলে চুলের কোন সমস্যা বশে থাকবে। কালোজিরের তেল: চুল খুব পাতলা। তাই মাথায় তেল মাখতে চান না অনেকেই। এই ভুলেই নতুন চুল গজানোর সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হয়ে আসে। তবে কেশচর্চা বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, যেমন-তেমন তেল নয়, পাতলা চুলে কালোজিরের তেল মাখলে উপকার মিলবে। মেথির তেল: মাথার ত্বকে ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ বা খুশকি হলে ঘরোয়া টোটকা হিসাবে মেথির তেল ব্যবহার করেন অনেকে। এই টোটকা কিন্তু বেশ কাজের। মাথার ত্বকের শুষ্ক ভাব দূর করতে এই তেল মাখা যেতে পারে। টি ট্রি অয়েল: মাথার ত্বক অতিরিক্ত তেলতেলে। তা সত্ত্বেও খুশকি হয়। তবে এই খুশকি কিন্তু

মাথা থেকে ঝরে পড়ে না। মাথা চুলকালে অনেক সময়ে নখের কোণে উঠে আসে। এই সমস্যায় কিন্তু মেথির তেল কাজ করবে না। বরং টি ট্রি অয়েল মাখলে মাথার ত্বকের সেবাম ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

রোজমেরি অয়েল: মাথার ত্বকে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতে রোজমেরি অয়েল মাখা যেতে পারে। স্ক্যাল্প তৈলাক্ত হলেও এই অয়েল মাখা যায়। কাঠবাদামের তেল: ভিটামিন ই এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে ভরপুর কাঠবাদামের তেল। নিষ্প্রাণ চুলে জেল্লা ফেরাতে এই তেলের বিকল্প নেই। যাঁরা চুলে খুব ঘন বা ভারী তেল মাখতে পছন্দ করেন না, তাঁদের জন্য কাঠবাদামের তেল উপকারী।

দাঁতের শিরশিরানি কমাতে নারকেল তেল দিয়েই তৈরি করুন মাজন

চুল, ত্বক ভাল রাখতে নারকেল তেলের বিকল্প নেই। আবার মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে ঘরোয়া টোটকা হিসাবে নারকেল তেল দিয়ে কুলকুচি করার চল বহু পুরোনো। কিন্তু দাঁতের স্বাস্থ্য ভাল রাখতেও যে নারকেল তেলের ভূমিকা রয়েছে, তা জানেন কি? ঠান্ডা কিংবা গরম খাবার খেলে দাঁত শিরশির করে অনেকের। বিজ্ঞাপনে দেখানো বিশেষ মাজন দিয়ে দাঁতও মাজেন।

তবে এই ধরনের মাজনে রাসায়নিক থাকে। যা মুখগহ্বরের স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ।

আয়ুর্বেদ বলছে, কোনও রকম রাসায়নিক ছাড়াই নারকেল তেল কিন্তু এই ধরনের সমস্যা নিরাময় করতে পারে। এ ছাড়া দাঁত ভাল রাখতে নারকেল তেল আর কী ভাবে সাহায্য করে?

১) দাঁত মাজার পর অল্প নারকেল তেল মুখে নিয়ে তা দিয়ে কুলকুচি করে ফেলুন। মুখের মধ্যে থাকা ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া, টক্সিন দূর করতে সাহায্য করে প্রাচীন এই টোটকা।

২) নারকেল তেল দিয়ে দাঁতের মাড়িতে মালিশ করতে পারেন। মাড়িতে প্রদাহজনিত কোনও সমস্যা হলে তা-ও নিরাময় করতে পারে এই তেল। ৩) নারকেল তেলের সঙ্গে এক চিমটে গুঁড়ো হলুদ মিশিয়ে দাঁত মাজতে পারেন। দাঁতের হলদে ছোপ উঠে যাবে সহজেই। এ ছাড়া দাঁত ক্ষয়ে যাওয়ার সমস্যাও রুখে দেওয়া যাবে এই টোটকায়।

৪) খাবার খাওয়ার পর ফ্লসিং করেন অনেকে। দাঁতের চিকিৎসকেরা বলছেন, ফ্লসিংয়ের সুতোটি নারকেল তেলে ভিজিয়ে নিলে আরও ভাল কাজ হবে। দাঁতের খাঁজে যেখানে সহজে হাত পৌঁছয় না, সেখানে ফ্লসের সাহায্যে নারকেল তেল পৌঁছে দেওয়া যাবে।

৫) দাঁত কালো হয়ে ইতিমধ্যেই ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছে? দাঁত মাজার আগে এবং পরে নারকেল তেল ব্যবহার করতে শুরু করুন। দাঁতের ক্ষয় খনিকটা প্রতিরোধ করা যাবে।

নারকেল তেল দিয়ে মাজন তৈরি করবেন কী ভাবে?

ছোট একটি পাত্রে নারকেল তেল, বেকিং সোডা এবং কয়েক ফোঁটা পেপারমিন্ট অয়েল মিশিয়ে নিন। ব্যস, একেবারে প্রাকৃতিক মাজন তৈরি। এই মিশ্রণ দিয়ে দু'বেলা দাঁত মাজতে শুরু করুন। দাঁত একেবারে মুক্তোর মতো ঝকঝক করবে। দাঁত সহজে ক্ষয়ে বা ভেঙেও পড়বে না।

নুন-জলে গার্গল করলে গলাব্যথা কমে

গলা খুসখুস কিংবা গলাব্যথা হলে নুন-জলে গার্গল করেন। সেই নুন-জল যে সকালে খালি পেটে খাওয়া যায়, তা হয়তো অনেকেই জানতেন না। খনিজের ঘাটতি পূরণ থেকে হজমের গন্ডগোল নুন-জলের গুণে সবই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, এ ক্ষেত্রে যেমন-তেমন নুন খেলে হবে না। একেবারে অপরিশোধিত নুন যেমন সৈন্ধব বা সামুদ্রিক নুন কিংবা "গোলাপি" নুন খেলে তবেই উপকার মিলবে।

সকালে ঈষদুষ্ণ জল খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকের। সেই জলে এক চিমটে নুন মিশিয়ে খেতে পারেন। আবার গ্রিন টি বা দুধ-চিনি ছাড়া চায়েও নুন মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে।

দিনের শুরুতে নুন-জল খেলে কী উপকার মিলবে?

১) ইলেকট্রলাইটের সমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে নুন-জল।

নুনের মধ্যে সোডিয়ামের মাত্রা বেশি। এ ছাড়াও রয়েছে পটাশিয়াম এবং ক্লোরাইড। শরীরের আর্দ্রতা বজায় রাখতে এই খনিজগুলির যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। স্নায়ু এবং পেশি সচল রাখতেও এই পানীয় খাওয়া যায়।

২) নুনের মধ্যে নানা রকম খনিজ রয়েছে। এই খনিজগুলি ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করে। ত্বকের পিএইচের সমতা রক্ষা করে। এগজিমা, সোরিয়োসিসের মতো ত্বকের সমস্যায় দারুণ কাজ দেয় এই পানীয়। ৩) হজমে সহায়ক উৎসেচক এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্ষরণে সাহায্য করে নুন-জল। পরিপাকতন্ত্র ভাল রাখার একটি উপায় হতে পারে এই পানীয়। কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়ে সাহায্য করে। ৪) গলাব্যথা কিংবা কাশি হলে অনেকেই নুন-জলে গার্গল করেন। শ্বাসযন্ত্র, শ্বাসনালিতে ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণ রুখে দিতে পারে এই পানীয়। ৫) নুন-জল খেলে মূত্রের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। শরীরে জমা টক্সিন দূর করতে "ডিটক্স" পানীয় হিসাবে নুন-জল খাওয়াই যায়। চিকিৎসকেরা বলছেন, নুন-জল খাওয়ার উপকারিতা থাকলেও কয়েকটি সাবধানতা অবলম্বন করা চলা জরুরি। নুন-জল খাওয়ার অভ্যাস না থাকলে শুরুতেই অনেকটা পরিমাণ নুন না খাওয়াই ভাল। এক কাপ ঈষদুষ্ণ জলে এক চিমটে নুন মিশিয়ে খেয়ে দেখতে পারেন শারীরিক কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না। তার পর পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী নুনের পরিমাণ বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। তবে কারও যদি রক্তচাপের সমস্যা থাকে, সে ক্ষেত্রে একেবারেই নুন খাওয়া যাবে না। কিডনির সমস্যা থাকলেও আলাদা করে নুন না খাওয়াই ভাল।

পালং শাক টাটকা রাখার উপায়

দুপুরের ভোজ থেকে রাতের খাবার সবেতেই পালংয়ের আধিক্য দেখা যায়। শীতের সব্জি হলেও এখন সারা বছরই পালং শাকের দৌরাত্ম্য। এই শাকের ঘণ্ট, চচ্চড়ি, পালং পনির কিংবা পালং শাক দিয়ে তৈরি পরোটা বিভিন্ন কায়দায় হেঁশেলে ব্যবহার করা হয় এই পদ। ডায়েট করলেও এই শাক রাখা যায় রোজের ডায়েটে।

পালং শাকে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ও আয়রন, এই শাক খাওয়াও বেশ স্বাস্থ্যকর। কাজের সুবিধার জন্যে অনেকেই একবারে অনেকটা শাক কিনে, বেছে, ধুয়ে রেখে

দেন ফ্রিজে। তবে খুব বেশি দিন ভাল থাকে না সেই শাক। সপ্তাহভর শাক টাটকা রাখতে চাইলে কয়েকটি কৌশল শিখে রাখতে পারেন।

১) শাক কেটে ভিজে তোয়ালের মধ্যে জড়িয়ে রাখতে পারেন। তবে শাক বাছার সময় খেয়াল করে পচা পাতাগুলো ফেলে দিতে হবে। না হলে পচা পাতার সঙ্গে ভাল পাতা রাখলে, তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ভেজা তোয়ালে জড়িয়ে শাক ফ্রিজেও রাখতে পারেন। ২) শাকের গোছা থেকে প্রথমে পচা পাতা বার করে ফেলে দিন। তার পর শাক কেটে টিস্যু পেপারে মুড়িয়ে রেখে বায়ুরোধী কাচের পাত্রের মধ্যে ভরে রাখতে পারেন। তবে কাগজে মুড়িয়ে রাখার আগে শাক কেটে ধোয়ার প্রয়োজন নেই। রান্না করার আগে ভাল করে ধুয়ে নিলেই হবে।

৩) এ ছাড়া শাক পরিষ্কার করে পাতাগুলি বেছে নিয়ে গরম জলে মিনিটখানেক রেখে আবার ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে রাখুন। তার পর পাতাগুলি জল থেকে বার করে নিয়ে ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে বায়ুরোধী কাচের পাত্রের মধ্যে ভরে রাখতে পারেন।

প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রেম এখন মুঠোফোনে বন্দি

প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রেম এখন মুঠোফোনে বন্দি। একে অপরকে বার্তা পাঠানো, ছবি পাঠানো, ইমোজি পাঠানো, দীর্ঘ সময়ে ফোনে কথা বলা এবং কখনও কখনও ভিডিয়ো কল ফোনই এখন নতুন প্রজন্মের কাছে প্রেম প্রকাশের নয়া মাধ্যম। তবে প্রেমে পড়ার আগে কিন্তু একে অপরকে ভাল করে চিনে নেওয়া জরুরি। সামনাসামনি কোনও মানুষকে না দেখলে, তাঁর সঙ্গে না মিশলে, তাঁকে পরখ করা যায় না।

আবার অনেকে এমনও আছেন, যাঁরা দীর্ঘ দিন আলাপ-পরিচয়ের পরেও এটা বুঝে উঠতে পারেন না যে, উল্টো দিকের মানুষটি আদৌ তাঁকে পছন্দ করেন কি না। অফিস হোক বা পাড়া, কলেজ হোক বা টিউশনআপনাকে কেউ যদি পছন্দ করেন, তা হলে তাঁর হাবেভাবেই খনিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁর মধ্যে কয়েকটি লক্ষণ দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন সে কথা। জেনে নিন সেগুলি কী কী।

১) আপনার পছন্দের ব্যক্তি যদি আপনার ব্যক্তিগত জীবনের খোঁজ

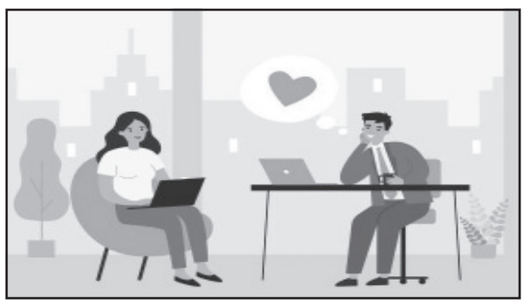

রাখেন, তা হলে বুঝতে হবে তিনিও মনে মনে আপনাকে পছন্দ করছেন। নম্র ভাবে রোজের কথাবার্তায় তিনি আপনার জীবনে ঘটে চলা বিভিন্ন মুহূর্তের খবরাখবর নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। তবে অবশ্যই জোর করে নয়, আপনারও সেই বিষয় সম্মতি থাকতে হবে।

২) আপনার পছন্দের ব্যক্তি যদি মাঝে মধ্যেই আপনার প্রশংসা করেন তা হলে বুঝবেন আপনিও তাঁর মনে জায়গা করে নিয়েছেন। স্বাভাবিক কথোপকথনের মাঝে প্রশংসা শুনতে সকলেই ভালবাসেন। কখনও কথাবার্তার মাঝে এমনটা লক্ষ করেছেন কি?

৩) কোনও ব্যক্তির চোখের দিকে তাকালেও আপনি বুঝতে পারবেন আদৌ তাঁর আপনার প্রতি আগ্রহ আছে কি না। সামনের ব্যক্তি যদি আপনার চোখে চোখে রেখে কথা বলেন, তা হলেও বুঝবেন তাঁর আপনার প্রতি বিশেষ ঝোঁক আছে। এমন অবশ্য অনেকেই আছেন, যাঁরা সবার সঙ্গেই চোখে চোখ রেখে কথা বলতে ভালবাসেন। তবে বিশেষ কোনও বন্ধুর চাহনিতে থাকবে ভালবাসার ছোঁয়া।

৪) পছন্দের ব্যক্তি আপনার ছোট ছোট কথাগুলি মনে রাখছেন? আপনার জন্মদিন হোক বা আপনি কোন কফিটা খেতে পছন্দ করেন ছোট ছোট কথাগুলি তাঁর মনে থেকে গেলে বুঝবেন তাঁরও আপনার প্রতি আগ্রহ আছে।

৫) আপনি তাঁকে মেসেজ করলে তিনি কখন উত্তর দিচ্ছেন, সেটাও লক্ষ করার বিষয়। তিনি যদি সর্বদা আপনার মেসেজের দ্রুত উত্তর পাঠান তা হলে বুঝবেন তিনিও আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরেও উত্তর না পেলে বুঝবেন আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন। আপনাকে পছন্দ করলে তিনি কিন্তু ব্যস্ততার মাঝেও আপনার জন্য সময় বার করবেন।

৬) আপনার সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি ঘাবড়ে যাচ্ছেন? সেটা কি লক্ষ করেছেন কখনও? অন্যের সঙ্গে সোজাসাপটা কথা বললেও আপনার সামনে কথা বলতে গেলেই যদি কেউ খেই হারিয়ে ফেলেন তা হলেও বুঝবেন তিনি আপনাকে পছন্দ করেন।

৭) অফিসে আপনি কোনও সাফল্য পেলে তিনিও আপনার সাফল্যে আপনার মতোই খুশি হবেন। আপনার সাফল্য দেখে তিনি ঈর্ষা করবেন না। আপনাকে পছন্দ করলে তিনি আপনার সাফল্যেও উৎসাহিত হবেন।

ধনে গুঁড়োর ছোঁয়ায় রান্নার স্বাদ-ই বদলে যায়

মাছের পাতলা ঝোল থেকে নিরামিষ তরকারি, এক চিমটে ধনে গুঁড়োর ছোঁয়ায় রান্নার স্বাদ-ই বদলে যায়। তবে রান্নায় স্বাদ আনা ছাড়াও ধনে শরীরের যত্নে সমান উপকারী। ধনে গুঁড়ো জলে ভিজিয়ে খাওয়ারও বহু সুফল আছে। ধনে গুঁড়োয় রয়েছে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যা সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। কোন সমস্যাগুলি থেকে বাঁচতে ধনে গুঁড়ো ভেজানো জল খেতে পারেন?

হজমের গোলমাল

ধনে গুঁড়োয় রয়েছে ডায়েটারি ফাইবার, যা হজমের গোলমাল ঠেকাতে সিদ্ধহস্ত। ধনে হজমে সহায়ক উৎসেচক ক্ষরণেও সহায়তা করে। ফলে হজম ভাল হয়। পেট ফাঁপা এবং পেটের অস্বস্তি দূর করতেও ধনে গুঁড়ো সত্যিই উপকারী।

ডায়াবেটিকদের জন্য

ডায়াবিটিস থাকলে ধনেগুঁড়ো ভেজানো জল কার্যকরী। ধনে রক্তে শর্করার পরিমাণ কমায়। রোজ খালি পেটে যদি এই জল খাওয়া যায়, তা হলে ডায়াবিটিস সহজে বিপাকে ফেলবে না।

ওজন কমাতে

রোগা হতে চেষ্টার কোনও খামতি রাখেন না কেউ। অথচ হাতের কাছেই রয়েছে ওজন কমানোর জাদুকাঠি। ধনে বাড়তি ওজন ঝরাতে সাহায্য করে। শরীরে জমে থাকা টক্সিন দূর করতে

ধনে সত্যিই উপকারী। ক্যালোরি ঝরাতেও ধনে গুঁড়ো বেশ উপকারী।

হার্টের যত্ন নিতে

হার্টের রোগীদের জন্য এই ঘরোয়া দাওয়াই সত্যিই ভাল। জলে ধনেগুঁড়ো মিশিয়ে রোজ সকালে যদি খেতে পারেন, হার্ট ভাল থাকে। উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও ধনে দাওয়াই হিসাবে কাজ করে। প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠা সহজ নয়। তাই অসুস্থতা যাতে জাঁকিয়ে না বসে, তার জন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। ধনে গুঁড়ো ভেজানো জল খেলে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বর্ষার মরসুমে বানিয়ে ফেলুন ইলিশের লটপটি

বর্ষা মানেই ইলিশ মাছ। এ সময়ে বাঙালিদের ঘরে ঘরে চলে ইলিশ পার্বণ। ভাপা, পাতুরি, কালো জিরে দিয়ে পাতলা ঝোল পাত জুড়ে থাকে ইলিশের নানা পদ। এ বর্ষায় না হয় সেই তালিকায় যুক্ত হোক নতুন একটি রান্না। চেনা ইলিশের অচেনা স্বাদ নিতে বানিয়ে ফেলুন ইলিশ মাছের লটপটি। রইল প্রণালী।

উপকরণ: ৬ টুকরো ইলিশ মাছ (রিং করে কাটা)

১ কাপ নারকেল কোরানো

২ টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো

১ চা চামচ লঙ্কার গুঁড়ো

পরিমাণ মতো সর্ষের তেল

স্বাদ মতো নুন ও চিনি

৫-৬টি চেরা কাঁচালঙ্কা

১ টেবিল চামচ লেবুর রস

প্রণালী: নুন, হলুদ আর লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ইলিশ মাছগুলি ভাল করে মাখিয়ে নিয়ে আধ ঘণ্টা রেখে দিন। এ বার মিক্সিতে কোরানো নারকেল, কাঁচালঙ্কা, নুন, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, সর্ষের তেল, চিনি ও অল্প জল দিয়ে বেটে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে ইলিশ মাছগুলি হালকা করে ভেজে নিন। এ বার বানিয়ে রাখা নারকেলের মিশ্রণটি মাছগুলির গায়ে ভাল করে মাখিয়ে নিন। এ বার সামান্য জল দিন। তার পর চেরা কাঁচালঙ্কা ছড়িয়ে মাছগুলি ঢেকে রান্না করে নিন মিনিট পাঁচেক। তার পর ঢাকা খুলে মাছের উপর লেবুর রস ছড়িয়ে দিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন ইলিশের লটপটি।

শনিবার বন্যায় দুর্গতদের মধ্যে ত্রান সামগ্রি বিতরণ করা হয়। নিজস্ব ছবি।

বিইই-এর দ্বারা "শূন্য লেবেল" লাভ করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ছয়টি রেলওয়ে ভবন

মালিগাঁও, ২৪ আগস্ট, ২০২৪: শূন্য কার্বন নির্গত অর্জন করার প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভবনকে নেট জিরো অ্যানার্জি বিল্ডিং হিসেবে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জনের জন্য মর্যাদাপূর্ণ "শূন্য লেবেল" দ্বারা সম্মানিত করা হয়। ভারত সরকারের শক্তি মন্ত্রকের অন্তর্গত ব্যুরো অব অ্যানার্জি এফিসিয়েন্সি (বিইই)-এর পক্ষ থেকে এই সম্মান প্রদান করা হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে এই উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি লাভ করা ভবনগুলি হলো নিউ বঙাইগাঁওয়ের রেলওয়ে ওয়ার্কশপ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, সুপারভাইজর্স ট্রেনিং সেন্টার এবং সুপারভাইজর্স ট্রেনিং সেন্টার ইঞ্জিনিয়ার্স হস্টেল।

অন্যদিকে, ২০ জুন, ২০২৪ তারিখে জেনারেল স্টোর ডিপো, পাণ্ডু, গুয়াহাটি, রানিং রুম, রঙিয়া এবং রানিং রুম, কাটিহারকে পুরস্কৃত করা হয়।

কার্যকর তারিখ থেকে তিন বছর সময়ের জন্য নিউ বঙাইগাঁওয়ের রেলওয়ে ওয়ার্কশপ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংকে "শূন্য প্লাস" দ্বারা এবং অন্যান্য ভবনগুলিকে "শূন্য" দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়।

নিউ বঙাইগাঁওয়ের রেলওয়ে ওয়ার্কশপ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংটির সংযুক্ত লোড হলো ৮১.৬১৫ কিলোওয়াট এবং প্রতি বছর ২২৭৮৬৯ কিলোওয়াট ঘণ্টা বার্ষিক শক্তি উৎপাদন হয়।

নিউ বঙাইগাঁওয়ের সুপারভাইজর্স ট্রেনিং সেন্টারটির সংযুক্ত লোড হলো ১৩২.৬ কিলোওয়াট এবং প্রতি বছর ৩০২৩৩ কিলোওয়াট ঘণ্টা বার্ষিক শক্তি ব্যবহার হয়।

একইভাবে, নিউ বঙাইগাঁওয়ের সুপারভাইজর্স ট্রেনিং সেন্টার ইঞ্জিনিয়ার্স হস্টেল, পাণ্ডু, গুয়াহাটির জেনারেল স্টোর ডিপো, রঙিয়ার রানিং রুম এবং কাটিহারের রানিং রুমের সংযুক্ত লোড হলো যথাক্রমে ৩৯.৯ কিলোওয়াট, ১৫০ কেভিএ, ৫৬ কিলোওয়াট এবং ৬০ কিলোওয়াট এবং প্রতি বছর যথাক্রমে ১১৬৩৫.২৫ কিলোওয়াট ঘণ্টা, ১৬৩০০ কিলোওয়াট ঘণ্টা, ১৪২৭০ কিলোওয়াট ঘণ্টা এবং ১০০১২৬ কিলোওয়াট ঘণ্টা বার্ষিক শক্তি ব্যয় করে।

ভারতীয় রেলওয়ে ২০৩০-এর মধ্যে নেট শূন্য-কার্বন নির্গমন অভিযানের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েও নিজেদের অধিক্ষেত্রের মধ্যেসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভবন যেন আরও "শূন্য লেবেল" প্রশংসাপত্র লাভ করতে পারে তার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে।

বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদে সিব্বলের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার হুমকি আইনজীবীদের

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের হয়ে সওয়াল করেছেন তিনি। ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্নবাণের সামনে রাজ্য সরকারের পক্ষ রাখতে গিয়ে একাধিকবার হোঁচটও খেতে হয়েছে। এবার সিনিয়র আইনজীবী তথা বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি ড. আদিশ সি আগরওয়াল সিব্বলকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ওই বিবৃতি প্রত্যাহার না করলে বারের সব সদস্যের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে কপিল সিব্বলকে। অন্যথায় সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদে সিব্বলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হবে।

বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের একাংশের বক্তব্য, আর জি করের ঘটনা নিয়ে কোনও সদস্যের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই একতরফা একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন সিব্বল। নিজের ব্যক্তিগত মতামত তিনি প্রকাশ করেছেন বার অ্যাসোসিয়েশনের লেটারহেডে। ওই বিবৃতিতে আর জি করের ঘটনাকে ছোট করে দেখানো হয়েছে বলেও দাবি আইনজীবীদের একাংশের। তাছাড়া তিনি একাধারে দোষীদের শাস্তি চাইছেন আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ে মামলা লড়ছেন, এতে স্বার্থের সংঘাতের তত্ত্বও দেখছেন অনেকে। সব মিলিয়ে বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদে বেশ চাপে সিব্বল।

মমতার পুলিশ 'টুলকিট' তৈরি করে "ফেক নিউজ" ছড়াচ্ছে, অভিযোগ শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি.স.) : শেষমেষ মমতা পুলিশ 'টুলকিট' তৈরি করে "ফেক নিউজ" ছড়াতে উদ্যত হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শনিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "সমাজমাধ্যমে ২৭ তারিখের নবান্ন অভিযানের বার্তা ভাইরাল হতেই হাঁটু কেঁপে গেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। প্রথমে মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত রাত দখলের কর্মসূচি অভূতপূর্ব সাড়া ফেলার পর এবং একপ্রকার জনরোষের মাধ্যমে পরিনত হওয়ার ফলে সরকার ও প্রশাসন এমনিতেই প্রচণ্ড চাপে রয়েছে। এবার ছাত্র সমাজের অরাজনৈতিক নবান্ন অভিযানের বার্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই ওনার স্নায়ুর চাপ হ্রাস করতে পুলিশ মাঠে নেমে পড়েছে। শুধুমাত্র পুলিশি ব্যবস্থা দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের ও নাগরিক সমাজ কে রোখা যাবে না বুঝতে পেরে, মমতা পুলিশ একপ্রকার অনৈতিক পথ অবলম্বন করা আরম্ভ করেছে। প্রত্যেক জেলার থানা গুলোতে ফেক ফেসবুক প্রোফাইল খোলানো হচ্ছে সিভিকদের দিয়ে। এই ফেক ফেসবুক প্রোফাইল গুলি সংগ্রহ করা হচ্ছে যাতে এই গুলোর মাধ্যমে ২৭ আগষ্ট এর নবান্ন ঘেরাও নিয়ে ভুল ভ্রান্তিকর খবর ছড়ানো যায়।

এর সাথেই এই ফেক ফেসবুক প্রোফাইল ব্যবহারকারীদের ডট্টজ্র লিংক পাঠানো হচ্ছে কিছু আগে থেকেই সৃষ্টি করা ভুল পোস্ট ছড়ানোর জন্য যাতে নবান্ন অভিযান নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো যায় ও ছাত্র ছাত্রীদের মনোবল ভেঙে দেওয়া যায়।সিভিকদের ডকুমেন্ট দিয়ে সিম কার্ড তোলা হয়েছে। ওসি-রা টাকা দিয়েছেন রিচার্জ করার জন্য। তার পরে সব ফেক নাম দিয়ে প্রোফাইল খোলানো হচ্ছে।

প্রতিটা জেলার সব জায়গাতেই ঙও-র নির্দেশে পুরোদমে এই কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়।পুরো পৃথিবীতে 'টুলকিট'-এর ব্যবহারে আন্দোলন জোরদার করার নজির রয়েছে, যার মাধ্যমে আন্দোলনে যোগদানে ইচ্ছুকদের বার্তা দেওয়া যায়, কী ভাবে অনলাইন বা অফলাইনে তাঁরা আন্দোলনের অংশ হয়ে উঠতে পারেন। এই প্রথম আন্দোলন রুখতে সরকার ও প্রশাসন "টুলকিট" ব্যবহার করে ভুয়ো খবর ছড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ভেস্তে দিতে চাইছে।আমি ছাত্র ছাত্রীদের ও নাগরিক সমাজকে অনুরোধ করছি আপনারা কোনো ভুয়ো খবরে বিভ্রান্ত না হয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলুন ডাক্তার বোনটির জন্যে বিচার আদায়ের দাবি জানানোর জন্য।আমি মমতা পুলিসের ষড়যন্ত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করতে আপাততঃ পুর্ব মেদিনীপুর জেলায় পুলিশের দ্বারা খোলা ফেক ফেসবুক প্রোফাইলের তালিকা নমুনা হিসেবে সংযুক্ত করলাম। আমার কাছে প্রতিটি জেলার তালিকা রয়েছে।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি জেনে রাখুন নিচের তলার পুলিশ প্রশাসনের একটা বড় অংশ আর আপনার পাশে নেই, আপনার জন বিরোধী কার্যকলাপে তাঁরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তাদের বাড়িতেও কন্যা সন্তান রয়েছে, তাঁরাও বিচার চান।"

পুণে-তে অবস্থান বিক্ষোভ এনসিপি-এসসিপি-র, শিন্ডে সরকারকে তোপ পওয়ারের

পুণে, ২৪ আগস্ট (হি.স.): বদলাপুরের ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার মহারাষ্ট্রে অবস্থান বিক্ষোভে বসল এনসিপি-এসসিপি। শনিবার প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করেই প্রতিবাদ বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন এনসিপি-এসসিপির নেতারা। অবস্থান বিক্ষোভে ছিলেন এনসিপি-এসসিপি প্রধান শরদ পওয়ার, দলের সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে প্রমুখ।শরদ পওয়ার বলেছেন, 'মহারাষ্ট্রে এমন কোনও দিন নেই যেদিন নারীর প্রতি অত্যাচারের কোনও খবর নেই...সরকারের উচিত এই ঘটনাকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া, সরকার বলছে বিরোধীরা রাজনীতি করছে, এটাকে রাজনীতি বলাতেই বোঝা যাচ্ছে সরকার কতটা সংবেদনশীল হয়।' সুপ্রিয়া সুলে বলেছেন, 'রাজ্যে নারীর প্রতি অত্যাচারের ঘটনা বাড়ছে...মানুষের মধ্যে পুলিশের ভয় নেই। সরকারের নিন্দা জানাই। কেউ কেউ বলেন, যারা বদলাপুরে জড়ো হয়েছিল তারা বাইরের লোক। আমি বলতে চাই তারা সবাই ভারতীয় ছিল। এমন অসংবেদনশীল সরকার আমি কখনও দেখিনি... অপরাধীদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত আমরা আন্দোলন বন্ধ করব না।'

মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে উদ্যোগী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ—প্রশাসন

বালুরঘাট, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : আর জি করের ঘটনার পর মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আরও উদ্যোগী হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ—প্রশাসন। ইতিমধ্যে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাতে বালুরঘাট শহর কতটা নিরাপদ তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন ডিএসপি হেড কোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ।শুক্রবার মধ্যরাতে বালুরঘাট শহরের বাসস্ট্যান্ড, শ্মশান, জেলা হাসপাতাল, সুপার স্পেশালিটি ভবন চত্বর ঘুরে দেখেন তিনি। ডিএসপি হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে ছিল বিশাল পুলিশবাহিনী। ছিল মহিলা পুলিশও। হাসপাতাল চত্বরের বিভিন্ন এলাকাও ঘুরে দেখা হয়। হাসপাতাল চত্বরে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের আরও সজাগ থাকতে বলেন তিনি। হাসপাতালে কর্মরত মহিলা কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন। এই সারপ্রাইজ ভিজিট মাঝেমধ্যেই চলবে বলে জানিয়েছেন ডিএসপি হেড কোয়ার্টার।

মহারাষ্ট্রের পুণে-তে ভেঙে পড়লো হেলিকপ্টার, প্রাণে বেঁচে গেলেন ৪ জন

পুণে, ২৪ আগস্ট (হি.স.): বৃষ্টির মধ্যেই মহারাষ্ট্রের পুণে-তে ভেঙে পড়ল একটি হেলিকপ্টার। শনিবার পুণে জেলার পাউড গ্রামের কাছে একটি প্রাইভেট হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ে। পুণে গ্রামীণ পুলিশের পুলিশ সুপার পঙ্কজ দেশমুখ বলেছেন, একটি বেসরকারি কোম্পানির হেলিকপ্টার ভেঙে পড়েছে।হেলিকপ্টারটি মুম্বই থেকে হায়দরাবাদ যাচ্ছিল। হেলিকপ্টারে মোট ৪ জন ছিলেন, ক্যাপ্টেন সামান্য আহত হয়েছেন এবং তিনি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। বাকি ৩ জনের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করেন।

হুগলিতে ভাইকে কুপিয়ে খুন করলো দাদা, আটক অভিযুক্ত

হুগলি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): ভাইকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল দাদার বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির মগড়া থানার অন্তর্গত চক বাঁশবেড়িয়াতে। মৃতের নাম রজত ভকত (২৬)। অভিযুক্ত সিকান্দার ভকতকে ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সম্পত্তির নিয়ে পারিবারিক বিবাদের জেরেই রজতকে খুন করা হয়েছে। শনিবার দুই ভাইয়ের বিরাট ঝামেলা হয় বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। এরপর ভাইকে কুপিয়ে খুন করে দাদা, এমনটাই অভিযোগ।

বাঙালি সেনাকর্তার নিয়োগ নিয়ে এক্স-বার্তা তথাগতের

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি.স.) : এক বাঙালি সেনাকর্তার নিয়োগ নিয়ে প্রচারমাধ্যম নিশ্চুপ। শনিবার তাঁর ছবি-সহ প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় এক্স-বার্তায় এই মন্তব্য করলেন।

তথাগতবাবু লিখেছেন, গত ১ জুলাই ২০২৪ তারিখে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল অনিন্দ্য সেনগুপ্তকে স্ট্র্যাটেজিকালি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেন্ট্রাল কমান্ডের (হেডকোয়ার্টার: লখনৌ) জিওসি-ইন-সি পদে বহাল করা হয়েছে। ভারতে সেনাবাহিনীতে জেনারেল পদের ঠিক নীচেই যে অফিসার-রা রয়েছেন, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল সেনগুপ্ত তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হলেন।আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মিডিয়া যারা বাঙালি-বাঙালি করে আকাশ বিদীর্ণ করে ফেলে, তারা লেফটেন্যান্ট-জেনারেল সেনগুপ্ত-র এই প্রেস্টিজিয়াস এসাইনমেন্ট-এর ব্যাপারে একটি বাক্য খরচ করেনি।

বন্যার সুযোগে ভারতবিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ তথাগতের

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি.স.) : "বাংলাদেশে কিছু কাঠমোল্লা এই বন্যার সুযোগে ভারতবিদ্বেষ পড়িয়ে দিচ্ছে, আর বাকি মোল্লারা তাই শুনে ধেই ধেই করে নাচছে। যেন এর আগে পূর্ববাংলায় বন্যা হয় নি।"

শনিবার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় এক্স-বার্তায় এই মন্তব্য করলেন। তিনি লিখেছেন, "কিন্তু বুঝিয়ে লাভ নেই। আমার অন্যতম প্রিয় গদ্যলেখক সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছিলেন, "মূর্খদের বিদ্যাদানের প্রচেষ্টা বন্ধ্যাগমনের মতই নিষ্ফল"। প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ এবং ব্যারেজ নির্মাণ করা হয়। যাইহোক, তাদের একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতা আছে। প্রবাহ সেই ধারণক্ষমতা ছাড়িয়ে গেলে জল প্রবাহিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এমন নয় যে ভারত ব্যারেজ নির্মাণের আগে বাংলাদেশে বন্যা হয়নি।"

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের বন্যার আবহে তীব্র ভারত বিরোধিতার মনোভাব তৈরি হয়েছে পড়শি দেশে। এহেন পরিস্থিতিতে অনেক বাংলাদেশি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দাবি করছে, সেভেন সিস্টার নাকি বাংলাদেশেরই অংশ। আর এহেন পোস্ট দেখেই বেজায় চটেছেন তিপ্রা মোথা প্রধান প্রদ্যোৎ দেব বর্মণ মাণিক্য।

দিঘাতে ঘন্টা বাজিয়ে প্রতিবাদ ব্রাহ্মণদের

দিঘা, ২৪ আগস্ট (হি.স.) :আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে এবার হাতে কুমন্ডলী নিয়ে এবং ঘন্টা বাজিয়ে দিঘাতে প্রতীবাদ ব্রাহ্মণদের।শনিবার পশ্চিমবঙ্গ সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট এর পক্ষ থেকে বিশ্ববাংলা পার্ক থেকে নিউ দিঘা পর্যন্ত এক শোভাযাত্রা করা হয়। হাতে কুমন্ডলী এবং ঘন্টা বাজাতে বাজাতে এদিন পথে হাঁটেন ব্রাহ্মণরা। এরপর নিউ দিঘার আদি জগন্নাথ মন্দিরে প্রায় সহস্রাধিক পুরোহিতের উপস্থিতিতে সমুদ্র সৈকতে মৃত ডাক্তারের আত্মার শান্তি কামনায় সমুদ্রবক্ষে আরতি করেন।এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট রাজ্য কমিটির সভাপতি শ্রী কিশোরীচরণ মিশ্র, রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রী তপন কুমার মিশ্র সহ একাধিক ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিত্বগণ।

গঙ্গার ভাঙনের কবলে মুর্শিদাবাদের গ্রাম, তলিয়ে গেল পাঁচটি বাড়ি

মুর্শিদাবাদ, ২৪ আগস্ট (হি.স.): গঙ্গার ভাঙনের কবলে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের লোহরপুর গ্রাম। শনিবার সকালে ফের নতুন করে গঙ্গা ভাঙনের কবলে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের লোহরপুর গ্রাম। পাঁচটি বাড়ি নদী গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। লোহরপুর গ্রামের মহরিলের বাগানের বেশ কিছু জমিও তলিয়ে গিয়েছে। ভাঙন আতঙ্কে এলাকা ছাড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আসবাবপত্র নিয়ে কোনও ক্রমে অন্য এলাকায় আশ্রয়ের সন্ধানে যাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। একের পর এক বাড়ি নদী গর্ভে তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

এটাহতে গুলি করে খুন কুখ্যাত অসামী

এটাহ, ২৪ আগস্ট (হি.স.) : হত্যা মামলায় জেল থেকে মুক্তি পাওয়া এক কুখ্যাত অসামীকে শনিবার উত্তর প্রদেশের উশরাহার থানার অন্তর্গত ইকঘরা গ্রামে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। নির্জন এলাকায় পড়ে থাকতে যায় মৃতদেহ। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।পুলিশ সুপার সঞ্জয় কুমার ভর্মা বলেন, জয়রাম (৬০) উসরাহার থানা এলাকার অন্তর্গত ইকঘরা গ্রামের বাসিন্দা, ২০১৩ সালে তার নিজের ভাই এবং ভগ্নিপতিকে খুন করেছিল। হত্যা মামলায় ২০১৯ সালে জেল থেকে মুক্তি পান তিনি। মাত্র ছয় মাস আগে তিনি ময়নাপুরী থেকে ইকঘরা গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। শনিবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। এরপর গ্রামবাসীরা নির্জন এলাকায় তার দেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থল গিয়ে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

মোদী ও যোগীর প্রশংসা করায় তিন তালাক, স্বামীর বিরুদ্ধে পুলিশে নালিশ স্ত্রীর

বাহরাইচ, ২৪ আগস্ট (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রশংসা করায় স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন স্বামী। উত্তর প্রদেশের বাহরাইচের ঘটনা।স্বামীর বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগ জানিয়েছেন স্ত্রী মারিয়াম। ওই মহিলা জানিয়েছেন, অযোধ্যা শহরের উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রশংসা করেছিলেন তিনি, তাতে রেগে গিয়ে স্বামী তাঁকে তিন তালাক দিয়েছে, এরপরই স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন স্ত্রী।

ওই মহিলা বলেছেন, 'আমি একটি গ্রাম থেকে এসেছি, যখন আমি শহর দেখলাম, আমি তা পছন্দ করেছি এবং আমি যোগী জি এবং মোদীজির প্রশংসা করেছি, আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তা পছন্দ করেনি এবং তাঁরা আমাকে মারধর করে, আমার বাপের বাড়িতে পাঠিয়েছে। পরে আমাকে তিন তালাক দেওয়া হয়, তাদের কাছে যৌতুকের অনেক দাবি ছিল, আমাদের পরিবার সবকিছু দিয়েছে। আমি মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য যোগীজির প্রশংসা করেছি, তিনি মেয়েদের জন্য সবকিছু করেছেন। আমার স্বামী তা পছন্দ করেনি।বাহরাইচের এসপি বৃন্দা শুক্লা বলেছেন, 'তিনি বাহরাইচের জারওয়াল রোড থানা এলাকার বাসিন্দা এবং অযোধ্যায় বিয়ে করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, যখন তিনি পরিবারের সঙ্গে অযোধ্যা জেলা সফর করছিলেন, তখন তিনি সাম্প্রতিক উন্নয়ন, প্রধানমন্ত্রী মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী যোগীর কাজের প্রশংসা করেছিলেন। এতে ক্ষুব্ধ হয় তাঁর স্বামী ও অন্যান্য শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৯.০২ ডলার, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : চলতি সপ্তাহের শেষ দিনেও আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। এদিকে, সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি শনিবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। আন্তর্জাতিক বাজারে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ১.৮০ ডলার বা ২.৩৩ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৯.০২ ডলারে পৌঁছেছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড প্রতি ব্যারেল ১.৮২ ডলার বা ২.৪৯ শতাংশ বেড়ে ৭৪.৮৩ মার্কিন ডলারে স্থিতিশীল রয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।

তুমুল বৃষ্টিতে ভিজলো শহর ও শহরতলি, জলমগ্ন কলেজ স্ট্রিট

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি.স.): সকালেই যেন নামলো আঁধার, তুমুল বৃষ্টিতে ভিজল শহর ও শহরতলি। বৃষ্টি হয়েছে গ্রাম বাংলাতেও। শনিবার সকাল থেকেই মেঘলা ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হচ্ছিলই, আর বেলা বাড়তেই বৃষ্টির বেগ আরও বাড়তে থাকে। তুমুল বৃষ্টিতে ভিজেছে মহানগরী কলকাতাও। বৃষ্টি হয়েছে ক্যানিং থেকে কাকদ্বীপ, দিঘা থেকে দমদম সর্বত্রই।

কলকাতার অনেক নীচু জায়গায় ইতিমধ্যেই জল জমে গিয়েছে। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে কলেজ স্ট্রিটও। সেখানে হাঁটু পর্যন্ত জল জমে যায়।

উত্তর বঙ্গোপসাগরের ওপর সৃষ্ট ঘূর্ণাবর্ত এবং উত্তর বাংলাদেশ সংলগ্ন এলাকায় ঘনীভূত নিম্নচাপের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টি হয়েছে এদিন।

একইসঙ্গে রাজস্থানের বিকানির থেকে উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত মৌসুমী অক্ষরেখাও সক্রিয় থাকায় উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সোমবার, ২৬ আগস্ট পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও দুই বর্ধমানে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা এবং দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, দুই দিনাজপুর ও মালদাতেও জারি রয়েছে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা উপকূলে ঘন্টায় ৩৫ থেকে ৫৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। সমুদ্র উত্তাল থাকায় মৎস্যজীবীদের আগামীকাল পর্যন্ত সাগরে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

২৫ আগস্ট মহারাষ্ট্রে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, রাজস্থানেও রয়েছে কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল মহারাষ্ট্রের জলগাঁও এবং রাজস্থানের যোধপুর সফর করবেন। তিনি জলগাঁও-তে লাখপতি দিদি সম্মেলনে অংশ নেবেন। অনুষ্ঠানে ১১ লক্ষ নতুন লাখপতি দিদিদের সংবর্ধনা দেবেন তিনি। তৃতীয় এনডিএ সরকারের এই সময়কালে তাঁরা লাখপতি হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ৫০০০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ ২ লক্ষ ৩৫ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী মধ্যে বিতরণ করবেন। এর ফলে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলির ২৫ লক্ষের বেশী সদস্য উপকৃত হবেন। এরপর বিকেলে, প্রধানমন্ত্রী মোদী যোধপুরে রাজস্থান হাইকোর্টের ক্যাম্পাসে প্লাটিনাম জয়ন্তী উদযাপনের সমাপ্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন। রাজস্থান হাইকোর্ট মিউজিয়ামও উদ্বোধন করবেন তিনি।

পুলিশ কর্তা যোগ দিলেন বিজেপিতে, প্রধানমন্ত্রীর নীতিতে অনুপ্রাণিত বললেন মোহন লাল

জম্মু, ২৪ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে রাজনৈতিক দলের যোগদানের পালা। এবার এক পুলিশ কর্তা যোগ দিলেন বিজেপিতে। শনিবার জম্মুতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন সিনিয়র পুলিশ সুপার (এএপি) মোহন লাল। জম্মু ও কাশ্মীর বিজেপির সভাপতি রবীন্দর রায়না তাঁকে গেরুয়া শিবিরে স্বাগত জানান। বিজেপিতে যোগদানের পরে প্রাক্তন সিনিয়র পুলিশ সুপার (এএপি) মোহন লাল বলেছেন, বিজেপিই একমাত্র দল যা দেশকে আগে রাখে এবং সেই থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নীতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে আমি আজ বিজেপিতে যোগ দিয়েছি।

নেপালের বাস দুর্ঘটনায় মৃত বেড়ে ৪১, অধিকাংশ যাত্রীই মহারাষ্ট্রের

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): নেপালে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪১। মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী গিরিশ মহাজন শুক্রবার রাতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ওই বাসে অধিকাংশ যাত্রীই ছিলেন মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা। তাঁদের দেহ দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নেপালে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিতে মোট ৪৩ জন যাত্রী ছিলেন। বাসটি উত্তর প্রদেশ থেকে নেপালে গিয়েছিল। শুক্রবার পোখরা থেকে কাঠমান্ডুর দিকে যাচ্ছিল বাসটি। তনহুঁ জেলার মারশিয়াংড়ি নদীতে আচমকা বাস উল্টে যায়। খরস্রোতা নদীতে বাসটিকে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। দ্রুত শুরু হয় উদ্ধারকাজ। কিন্তু যাত্রীদের মধ্যে ৪১ জনকে বাঁচানো সম্ভব হল না। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের ভারতীয় যাত্রীরা নেপালে ঘুরতে গিয়েছিলেন। পোখরা শহরের একটি রিসর্টে ছিলেন তাঁরা। বাসটিতে ছিল উত্তর প্রদেশের নম্বরপ্লেট।

২৫ আগস্ট ফের মন-কি-বাত অনুষ্ঠান, প্রধানমন্ত্রীর বার্তা শুনতে উদগ্রীব দেশবাসী

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৫ আগস্ট, রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন। ২৫ আগস্ট (রবিবার) আবারও শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন-কি-বাত। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তৃতীয়বার দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই হবে তাঁর তৃতীয় মন-কি-বাত অনুষ্ঠান। ২৫ আগস্টের মন-কি-বাত অনুষ্ঠানটি হবে ১১৩-তম পর্ব।২৫ আগস্ট, রবিবার বেলা ১১-টা থেকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সবকটি চ্যানেলে এবং আকাশবাণীর নিউজ অন এআইআর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলেও মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। প্রতিবারের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী মোদী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে কী বক্তব্য রাখেন, তা জানার অপেক্ষায় সমগ্র দেশবাসী।

ভারত ও আমেরিকা ব্যাপক বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব উপভোগ করে : রাজনাথ সিং

ওয়াশিংটন, ২৪ আগস্ট (হি.স.): ভারত ও আমেরিকা ব্যাপক বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব উপভোগ করে, যা মানব প্রচেষ্টার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে কৌশলগত স্বার্থ এবং উন্নত প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ও শিল্প সহযোগিতার ক্রমবর্ধমান অভিসার দেখা গিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং শনিবার আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড জে. অস্টিন তৃতীয়ের সঙ্গে দেখা করেছেন। পরে এক বৈঠকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'আমাদের নেতারা একটি চমৎকার রেপো ভাগ করছেন এবং বিশাল ও ক্রমবর্ধমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ছাড়াও বিভিন্ন বৈশ্বিক বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করছেন। আমরা নিয়মিত উচ্চ-স্তরের মিথস্ক্রিয়া করেছি এবং এর মধ্যে রয়েছে জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সফর, যেখানে তিনি মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ সভায়ও ভাষণ দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি বাইডেন জি-২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত সফর করেছিলেন। ইতালিতে জি৭ বৈঠকের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী মোদী রাষ্ট্রপতি বাইডেনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আন্দোলনে অনড় আর জি করের ডাক্তাররা, ফের সন্দীপের হাজিরা সিবিআই দফতরে

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি.স.): কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সুবিচারের দাবিতে জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলন এখনও জারি রয়েছে। শনিবার সকালেও আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে সুবিচারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। হাসপাতালের সুরক্ষায় এখন মোতায়েন রয়েছে সিআইএসএফ বাহিনী।এদিকে, তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় শনিবার সকালে ফের সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিয়েছেন আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। এদিনও তাঁর হাতে একটি ফাইল ছিল, গাড়ি থেকে নামার পর সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই তিনি সোজা ঢুকে যান সিবিআই-এর দফতরে। এই নিয়ে টানা ৯ দিন হাজিরা দিলেন তিনি। শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার পরে সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছে যান সন্দীপ। তার কিছু পরে সিবিআই কর্তারাও দফতরে ঢোকেন। কেন পর পর ৯ দিন সন্দীপকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, তাঁর কাছ থেকে কী কী তথ্য পাওয়া গিয়েছে, আর কী তথ্যের জন্য অপেক্ষা করছেন গোয়েন্দারা, এখনও তা স্পষ্ট নয়।

ঘূর্ণাবর্তের জেরে বৃষ্টি হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে, পারদ নিম্নমুখী মহানগরীতে

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি.স.): বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত দানা বেঁধেছে। এরই সৌজন্যে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হচ্ছে, শনিবার সকালেও বৃষ্টিতে ভিজেছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। গত কয়েক দিন ধরেই কম-বেশি বৃষ্টি চলছে কলকাতা এবং দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায়। শনিবারও হালকা বৃষ্টি হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছেন, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব ক'টি জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম বর্ধমানে। রবিবারও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে বীরভূম, দুই বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। সোমবার কেবল পুরুলিয়া, বীরভূম এবং পশ্চিম বর্ধমানের জন্য বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে।বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.১ ডিগ্রি কম। শুক্রবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ৩.৬ ডিগ্রি কম। রবিবার পর্যন্ত সমুদ্র উত্তাল থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

জলপাইগুড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু মা ও ছেলের, ছড়ালো চাঞ্চল্য

ময়নাগুড়ি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল মা ও ছেলের। শুক্রবার রাতে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ির ধর্মপুর এলাকায়। মৃতদের নাম সুব্রত কবিরাজ (১৫) এবং অনিতা কবিরাজ (৩৫)। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।পুলিশ সূত্রে খবর, অনিতাদের বাড়ির ভিতরেই রয়েছে তাঁদের পোল্ট্রি ফার্ম। প্রতিদিনের মতো শুক্রবার রাতেও অনিতা তাঁর ছেলেকে নিয়ে পোল্ট্রি ফার্মে মুরগীদের খাবার দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ফার্মে প্রবেশ করার পরই আচমকা তাঁরা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন বলে জানা গিয়েছে। এরপর পরিবারের অপর এক সদস্যের তৎপরতায় তাঁদের উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে সেখানেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কোতোয়ালি থানার পুলিশ আধিকারিকরা। ইতিমধ্যেই তাঁরা ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছেন। তবে কী ভাবে এই দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা এখনও পরিষ্কার নয়।

বিরামহীন বৃষ্টি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, দেশজুড়ে বৃষ্টিপাতের সতর্কতা আইএমডি-র

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি আপাতত বৃষ্টি থেকে রেহাই পাচ্ছে না। অসম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় ২৫ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। এছাড়াও দেশের আরও কয়েকটি রাজ্যে বর্ষণ-সতর্কতা জারি করে আইএমডি।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, গুজরাটের বিভিন্ন অংশে ২৪-২৫ আগস্ট ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব রাজস্থানে আগামী ২৫ আগস্ট ভারী বৃষ্টি হতে পারে। মধ্য মহারাষ্ট্রেও ২৫-২৬ আগস্ট ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। কোঙ্কন ও গোয়ায় ২৪-২৬ আগস্ট, বিদর্ভে ২৪-২৫ আগস্ট এবং মধ্যপ্রদেশে ২৪-২৫ আগস্ট ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ছত্তিশগড়েও ২৫-২৬ আগস্ট বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদে পথ দুর্ঘটনা, মৃত্যু এক বাইক আরোহীর

মুর্শিদাবাদ, ২৪ আগস্ট (হি.স.): মুর্শিদাবাদ জেলার দৌলতাবাদে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। শনিবার সকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বহরমপুর-জলঙ্গি রাজ্য সড়কের ১৪ মাইল এলাকায় বাইকটির সঙ্গে একটি চারচাকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এরপরই বাইক থেকে ছিটকে পড়েন ওই ব্যক্তি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে পুলিশ মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বাইকের দৌরাত্ম্য কেড়ে নিল প্রাণ, ক্যানিংয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

ক্যানিং, ২৪ আগস্ট (হি.স.): বেপরোয়াভাবে বাইক চালানোর পরিণতি যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, তা আবারও প্রমাণিত হল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে মোটরবাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। শনিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত মিলন সংঘ ক্লাবের কাছে। দুর্ঘটনায় নিহত যুবকের বাড়ি ওই এলাকাতেই।পুলিশ জানিয়েছে, নিহত যুবকের নাম- অভিজিৎ সাহা (৩৫)। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ১ নম্বর দিঘীরপাড়ের মিলন সংঘ ক্লাবের কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে দ্রুত গতিতে বাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরছিল অভিজিৎ। মিলন সংঘের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে বাইক। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় মানুষজন তাঁকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

আগামী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় লাল সর্তকতা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। আগামী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় কমলা সর্তকতা এবং বজ্রবিদ্যুৎ ও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে। তেমনি আগামী ২৪ ঘন্টায় রাজ্যের সব জেলায় হলুদ সর্তকতা জারি করেছে। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী এখন পর্যন্ত সর্বাধিক বৃষ্টিপাত ধলাই জেলার কমলপুরে ১৬.২ এমএম এবং সর্বনিম্ন এডিনগর ০.১ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, আজ এখন পর্যন্ত আগরতলায় ০.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এডিনগরে ০.১ এমএম, খুমলুঙে ৯.৫ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, সিপাহীজলা জেলার বিশালগড়ে ২.৮ এমএম, বিশ্রামগঞ্জে ০.৫ এমএম, গজারিয়ায় ৮.৪ এমএম এবং সোনামুড়ার মোহনবাগ ১.০ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। খোয়াই জেলায় ২.২ এমএম এবং তেলিয়ামুড়ায় ৭ এমএম, গোমতী জেলায় করবুকে ৫.৪ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

তাছাড়া, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে ২.৪ এমএম, কাঞ্চনপুরে ২.২ এমএম, কদমতলায় ২ এমএম এবং নতুনবাজার ১০ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাটে ৫৫ এমএম এবং কৈলাসহরে ২.৮ এমএম, কুমারঘাটে ৫ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ধলাই জেলায় গন্ডাছড়ায় ৩.৬ এমএম, কমলপুরে ১৬.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনের দায়িত্ব নির্ধারণ সমিতিতে ত্রিপুরার বিপ্লব কর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনের "দায়িত্ব নির্ধারণ সমিতির" সুপারিশের ভিত্তিতে এক কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটিতে ত্রিপুরার একজন স্থান পেয়েছেন। আজ জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনের "দায়িত্ব নির্ধারণ কমিটির" সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় সভাপতি অনিল চৌধুরী কর্তৃক সংগঠনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটিতে বিভিন্ন দায়িত্বে পরিবর্তন ও নতুন নিয়োগ করা হয়েছে। ওই কমিটিতে বিপ্লব কর নামে এক ব্যক্তি দায়িত্ব পেয়েছে।

রাতের আধাঁরে শত্রুতার জেরে অটো চালককে বেধড়ক মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। শত্রুতার জেরে এক অটো চালককে বেধড়ক মারধর করে দূর্বৃত্তরা। তাতে সে গুরুতর আহত হয়েছেন। তার পা ভাঙ্গা এবং শরীরে অজস্র আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ভাড়া নিয়ে অটো চালায় অটোচালক রূপক চক্রবর্তী। কোনরকমে চলছিল তার সংসারটি। কিন্তু শত্রুতার কারণে তার সংসারটি এখন না খেয়ে মরার উপক্রম।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, নয় আগস্ট রাত আনুমানিক সাড়ে নটা নাগাদ সে তার ভাড়া করা অটো টি আর ০৫ ৩৪০২ নিয়ে বাজারে গিয়েছিল। তার বাড়ি লালছড়া লাতুগাঁও এলাকায়। সেখানে অর্থাৎ উপ্তাখালি বাজারে সমীরন দাস বয়স , কালিপদ দাস এবং রাজেন্দ্র দে তাকে বেধড়ক মারে। মেরে রাস্তায় ফেলে রেখে আক্রমকারীরা চলে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে পানিসাগর থানার পুলিশ তাকে উদ্ধার করে ধর্মনগর হাসপাতালে নিয়ে আসে। ধর্মনগরের জেলা হাসপাতালে চিকিৎসকরা তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বহিরাজ্যে নিয়ে যেতে বলে। এমনকি তার সাথে যে টাকা ছিল তাও আক্রমণকারীরা ছিনিয়ে নেয়। স্ত্রী রিনা চক্রবর্তী রূপক চক্রবর্তীকে শিলচরে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসার পর ২৩ আগস্ট রূপক চক্রবর্তী বাড়িতে আসে। রূপক চক্রবর্তীর স্ত্রী রিনা চক্রবর্তী আহত স্বামীকে বাঁচাতে এবং দোষীদের সঠিক বিচারের জন্য পানিসাগর থানায় মামলা দায়ের করে। এখনো কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

এদিকে রূপক চক্রবর্তী বাড়িতে আসলেও তার পা ভাঙ্গা এবং শরীরে অজস্র আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সে আর ভবিষ্যতে কোনদিন অটো চালিয়ে রোজগার করতে পারবে কিনা তা নিয়ে সংশয়ে পড়েছে।

কর্পোরেটরের হাতে নির্যাতিতা নাবালিকাকে হাসপাতালে দেখতে যান মহিলা কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। কর্পোরেটরের হাতে নির্যাতিতা নাবালিকাকে জিবি হাসপাতালে দেখতে যান ৬ আগরতলার মহিলা কংগ্রেসের সদস্যারা। ওই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে তাঁর।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক মহিলা নেত্রী বলেন, দীর্ঘ দিন যাবৎ কর্পোরেটর লতা নাথের সাথে কোনো এক বিষয়কে কেন্দ্র করে নির্যাতিতার পরিবারের ঝামেলা চলছিল। কয়েকবার কর্পোরেটরের তরফ থেকে পরিবারের বিরুদ্ধে থানায় মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু কর্পোরেটর ওই পরিবারের নাবালিকা মেয়েকে জোরপূর্বক একধরণে ঔষধ খাইয়ে দিয়েছে। তাতে ওই নাবালিকা অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে তাঁরা।

মহিলা কংগ্রেসের তরফ থেকে সরকারের নিকট ওই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

বন্যা দুর্গতদের পাশে

● প্রথম পাতার পর

বাসে ট্রেনে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবার তাঁরাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ নাগরিকদের দিকে। সমাজের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকেরা তাঁদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

তৃতীয় লিঙ্গের এক নাগরিক বলেন, ত্রিপুরায় এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতিতে সমাজের পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য। তাঁরা কয়েকজন মিলে নিজের জমানো টাকা থেকে মহিলা এবং শিশুদের জন্য। বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

প্রতিবেশীরা সুরক্ষিত

● প্রথম পাতার পর

সুরে বলেন, বাংলাদেশের ক্ষতি হোক ভারত কখনোই চাইবে না। তেমনি ভারত কখনোই বাংলাদেশের ক্ষতি করবে না। যদি সেই মানসিকতা আমাদের থাকতো, তাহলে বাংলাদেশে বিদ্যুতের ১৪০ কোটি টাকা বকেয়া থাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হতো। তাঁর কথায়, প্রতিবেশী দেশের সাথে ভারত বরাবরই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। কারণ, প্রতিবেশীরা সুরক্ষিত থাকলেই আমরা শান্তিতে থাকতে পারব।

আগামী দুই দিন ভারী

● প্রথম পাতার পর

কৃষিজ ফসল, আরো বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। রাজ্যের মধ্যে শান্তির বাজার মহকুমার বগাফা ব্লকে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে ৪৪৩.২ মিলিলিটার। গৌমতি জেলার পর সবচেয়ে বেশি বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া,শান্তির বাজার ও সাব্রুম মহকুমায় বলে জানান জেলা শাসক।

এদিন তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী এর মধ্যে দক্ষিণ জেলাতে ১৫জনের মৃত্যুর হয়েছে। শান্তির বাজার মহকুমাতে দশ জন ও বিলোনিয়া মহকুমাতে পাঁচ জন। আরো বাড়তে পারে। যদিও বা এখনো রিপোর্ট সংগ্রহের কাজ চলছে। এছাড়া বাড়িঘর ধ্বংস, অঙ্গনওয়াড়ি, স্কুল বিল্ডিং, কৃষিজমি, ফিসারি ফ্রাম, বিদ্যুৎ পরিবাহী, জল সরবরাহ ব্যবস্থা সহ যোগাযোগ ব্যাবস্থাও ক্ষতিগ্রস্তের প্রাথমিক পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। মহকুমার বিভিন্ন আরডি ব্লকের আধিকারিকরা রিপোর্ট সংগ্রহ করছে। রিপোর্ট সংগ্রহের কাজ শেষ হলে বোঝা যাবে ক্ষতির পরিমাণ কতটুকু দক্ষিণ জেলাতে বন্যায় কারনে।

ধর্মনগরে বধূ মৃত্যুর

● প্রথম পাতার পর

করবে। সবশেষে রাত ১১ টা নাগাদ মেয়ের ফোন না পেয়ে মা শিপ্রা দেব আবার তার মেয়েকে ফোন করলে মেয়ে কেদে কেদে মাকে জানায় এসে তাকে ওখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সে আর স্বামীর বাড়িতে থাকবে না। মা তাকে আশ্বস্ত করেন পরের দিন তাকে নিয়ে আসবেন। কিন্তু সেই নিয়ে আসা আর অধরা থেকে গেল। এখন সকলেই তাকিয়ে আছেন ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হোক যদি প্রকৃতই তাকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয় তবে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছেন সকলে। এদিকে এই ঘটনা নিয়ে ধর্মনগর পুলিশ আধিকারিক দেবাশীষ সাহা জানান, ঘটনাটি সিনিয়র অফিসার এবং ফরেন্সিক এম দিয়ে তিনি তদন্ত করে দেখছেন প্রকৃত দোষী কে এবং কারা। যারা প্রকৃত দোষী তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং দোষীদের যথার্থ শাস্তি দেওয়া হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক নেতারা আজলি দেবের মৃত্যু রহস্য উদঘাটন করতে আন্দোলন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি আগরতলা থেকে মহিলা কমিশনের সদস্যারা পর্যন্ত কাজলী দেবের মৃত্যুর সুবিচার চেয়ে তদন্ত গঠন করেছিল। দীর্ঘ প্রায় দুই মাস পর কাজলীর শশুর বীরেন্দ্র কুমার দাস এবং শাশুড়ি প্রীতিদাস কে ধর্মনগর স্টেশন রোড এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে। শ্বশুর শাশুড়ি র বিরুদ্ধে গ্রেফতারের পাশাপাশি চলন্ত চালাচ্ছে উত্তর জেলা পুলিশ। কোন মতেই মাত্র ২৬ ২৭ বছরে একটি গৃহবধূ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো তা কোন মতে ই সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারছে না। সঠিক তদন্তের স্বার্থে এলাকাবাসীরা পর্যন্ত উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেয়।

বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি

● প্রথম পাতার পর

কোটি টাকা। যে পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। এই বৈঠকে আমি ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করার অভিজ্ঞতাও শেয়ার করেছি। বন্যায় যে ছেলেমেয়েরা তাদের বইপত্র হারিয়েছে তারা শিক্ষা দপ্তর থেকে নতুন বই পাবে। রোগ ব্যাধি এড়াতে সমস্ত শৌচালয়গুলির জন্যও ব্লিচিং পাউডার বিতরণ করা হচ্ছে।

তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, সারা রাজ্যে এখন ৫৫৭টি ত্রাণ শিবির রয়েছে, যেখানে ১.২৮ লক্ষ মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। বন্যায় প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তরগুলি কাজ করছে। ভারী বর্ষণে প্রায় ১,৬০৩টি বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে গেছে, ৫০১টি ট্রান্সফরমার নষ্ট হয়েছে এবং ২টি সাবস্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৈঠকে এবিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। আমরা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করছি। বৈঠকের সার্বিক আলোচনায় আমি খুশি। প্রায় ২০০ জন ইঞ্জিনিয়ার মাঠে নেমে কাজ করছেন। আমাদের কাছে খাদ্যের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং এ পর্যন্ত গোমতী ও দক্ষিণ জেলায় ২০,০০০ খাবারের প্যাকেট এয়ার লিফটিং করা হয়েছে। এই দুর্যোগে মৃতদের পরিবারের জন্য ৪ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য ২.৫ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়ানো যায় কিনা সেটা বিবেচনা করার জন্য বৈঠকে পরামর্শ দেওয়া হয়। এই আলোচনা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

ভবিষ্যতে ত্রিপুরায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটার আগে আগাম সর্তকতা অবলম্বন করা দরকার। তাহলে আজকের সর্বদলীয় বৈঠক করা সার্থক হবে। সর্বদলীয় বৈঠকের পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরীর। এদিনের বৈঠকে শেষে আশিস কুমার সাহা বলেন, আজকের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রাথমিক তদন্তে বন্যা পরিস্থিতিতে রাজ্যে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাই কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এক সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের দাবি তুলে ধরা হোক।

এদিকে আজ মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে রাজ্য অতিথিশালায় সর্বদলীয় সভায় সিপিআই-এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন দলের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ যুধিষ্ঠির দাস, সিপিআই রাজ্য সহ-সম্পাদক মিলন বৈদ্য। সভায় বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সিপিআই-র পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লিখিত প্রতিবেদন তুলে দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট অধিকারিকদের কাছে। বন্যায় নিহত এবং আহতদের ক্ষতিপূরণ, যাদের ঘর বাড়ি বন্যায় তলিয়ে গেছে তাদেরকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া, ত্রাণ কাজে যেন কোনরকম দলবাজি না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা, পর্যাপ্ত ঔষধ পত্র পানীয় জল প্রদান করা, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যের জন্য এবং রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য কেন্দ্র সরকার কর্তৃক বিশেষ প্যাকেজ প্রদান করা সহ বিভিন্ন প্রস্তাব দেওয়া হয় সিপিআই প্রতিনিধি দলের পক্ষে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে এই সর্বদলীয় সভায় আহ্বান করায় রাজ্যের মুখমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান সিপিআই প্রতিনিধি দল। এদিন সর্বদলীয় বৈঠকে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি সহ রাজ্য সরকারের সচিব পি কে চক্রবর্তী, রাজস্ব সচিব ব্রিজেশ পান্ডে সহ পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

আরজি করকান্ডে ফটিকরায়ে

● আটের পাতার পর

চেয়ে প্লে-কার্ড হাতে প্রতিবাদীদের গর্জমান মিছিল পরিক্রমা করে রাতাছড়া, পালবাজার সহ এলাকার বিভিন্ন পথ।

এদিনের মিছিল থেকে স্লোগান উঠে নারী ধর্ষণ বন্ধ করুন, সুস্থ্য সমাজ গড়ে তুলুন। ঘটনার সুষ্ঠ বিচার না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন আরো তেজী হবে বলে এদিন জানালেন আন্দোলনকারীরা। দেবনাথের ঘটনা নিয়ে দেশের বিভিন্ন শহরজুড়ে প্রতিদিনই চলছে আন্দোলন কর্মসূচী। এবারে ধিরে ধিরে বিভিন্ন গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ছে এই ঘটনার আন্দোলনের ঢেউ।

দোষীদের শাস্তির দাবীতে সোচ্চার হচ্ছেন প্রতিবাদীরা। সব আন্দোলনের পর ঘটনার মূল অপরাধীরা কবে শাস্তি পায় এটাই এখন দেখার।

সাংবাদিক আক্রমণের

● আটের পাতার পর

একত্রিতভাবে শনিবার সকালে উত্তরের পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর সাথে দেখা করে তার প্রতিবাদ জানান।

সাংবাদিকরা আরো জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই পুলিশ আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। পুলিশ সুপার খুব শীঘ্রই অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করবেন বলে জানিয়েছেন।

দক্ষিণ ও গোমতী জেলায়

● আটের পাতার পর

সহ আরো বেশ কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করেছেন। ভয়ংকরতম এই বন্যায় গোমতি জেলার পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি খারাপ। অমরপুর এবং করবুক মহকুমায় বিদ্যুৎ পরিষেবা শুরু করার মত পরিস্থিতি এখনো এসে পৌঁছায়নি। বেশিরভাগ জায়গাতেই ট্রান্সফর্মার জলের তলায় রয়েছে। এমনকি পরিবাহী তারও বহু জায়গায় হেলে গিয়ে জলের তলায় চলে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ নিগমের প্রকৌশলী এবং কর্মীরা দিনরাত চেষ্টা করেও বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পারছেন না। কারণ মালবাসা, রাঙ্গামাটি, ছবিমুড়া , নতুন বাজার, ডালাক, যতন বাড়ি , সর্বং সহ বিস্তীর্ণ এলাকা এখনো জলের তলায় রয়েছে।একইভাবে উদয়পুর শহরের কিছু এলাকা সহ কাকরাবনে ৩৩ কেভি লাইন জলের তলায় থাকায় সেখানেও বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হলে হাজার হাজার মানুষের বিপদের কারণ হতে পারে। এদিকে জল সরে না যাওয়া পর্যন্ত কোনোভাবেই মেরামতিকার্য করা যাচ্ছে না। পাশাপাশি গোমতী জেলার বিভিন্ন স্থানে ধানের ক্ষেতে কিংবা জলাভূমিতে বিদ্যুতের লাইন পড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে বিদ্যুতের লাইনের কাছাকাছি মাছ ধরা বিপদজনক হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ নিগমের তরফে সর্বসাধারণকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিদ্যুৎ নিগমের আবেদন, কোনোভাবেই বৈদ্যুতিক খুঁটি কিংবা বৈদ্যুতিক লাইনের কাছাকাছি যেন কোনভাবেই কেউ না যান। কারণ জলের সঙ্গে থাকা কিংবা জলের তলায় পড়ে থাকা বিদ্যুতের তার বিপদের কারণ হতে পারে। এই পরিস্থিতিতেও গোমতী জেলার বিভিন্ন এলাকায় গলা জলে নেমেও বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেছেন বিদ্যুৎ কর্মীরা। কাজ করতে গিয়ে বোট পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। এতে কাজের দ্রুততার ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তারপরেও বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েও পরিষেবা স্বাভাবিক করতে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

খেলাধুলা

ক্রীড়া দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন ২৯শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ২৯ আগস্ট হকির জাদুকর ধানচাদের জন্মদিন। ওই দিন সারাদেশেই জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ওইদিন থেকেই রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র পুরুষদের হকি টুর্নামেন্ট শুরু করতে চলেছে ত্রিপুরা হকি এসোসিয়েশন। এ ডি নগর পুলিশ হকি গ্রাউন্ডে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। তিন দিনব্যাপী আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট চলবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। ২৯ আগস্ট বিকেল চারটায় রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার কথা রয়েছে। এদিকে, অন্যান্য বারের মতো এবারও আগামী ২৯ আগস্ট জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন উপলক্ষে রাজ্যব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উদ্যোক্তা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর।

ওইদিন পশ্চিম জেলা সহ রাজ্যের সব কটি মহাকুমা ও জেলা দপ্তর গুলোর উদ্যোগে বিভিন্ন ইভেন্টে খেলাধুলা সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়ের পৌরহিত্যে ক্রীড়া দপ্তরের এক বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হকি, ফুটবল, ভলিবল, হ্যান্ডবল, কাবাডি এবং সাঁতার সহ বিভিন্ন ইভেন্টে খেলাধুলা আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। হকি ইভেন্টকে প্রাধান্য দিয়ে প্রতিটি জায়গায় দুই বা তিনটি ইভেন্ট আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হবে। ওই দিন সকালে রাজধানীর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে একটি র‍্যালী বের করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। টাউন হলে আয়োজিত হবে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান। উমাকান্ত একাডেমির বাইরের মাঠে বিভিন্ন ইভেন্টের খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হবে। বিকেলে পুলিশ মাঠে প্রদর্শনী হকি ম্যাচেরও আয়োজন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ভারতের সর্বকালের সেরা পারফরম্যান্স হতে চলেছে প্যারা অলিম্পিকে, আশাবাদী সত্যনারায়ণ

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি.স.): গ্রীষ্মকালীন প্যারিস অলিম্পিকে সোনার পদক পায়নি ভারত। তবে প্যারা অলিম্পিকে সেই ব্যর্থতা ভুলিয়ে দিতে চাইছেন প্যারা অলিম্পিকে অংশ নেওয়া ভারতের অ্যাথলিটরা। এবারের প্যারা অলিম্পিকে মোট ৮৪ জনের ভারতীয় দল প্যারিসে গেছে। ভারতীয় দলের প্রধান কোচ সত্যনারায়ণের বিশ্বাস, প্যারা অলিম্পিক থেকে অন্তত পাঁচটি সোনা জিতবে ভারতীয় অ্যাথলিটরা। সবমিলিয়ে ভারতীয় অ্যাথলিটরা ১২টি পদক আনবেন ভারতের ঘরে।গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসের অ্যাথলিটরা যে ভিলেজে থাকতেন, প্যারা অলিম্পিক গেমসের অ্যাথলিটরাও সেখানেই থাকবেন। ভারত থেকে প্যারিসে উড়ে যাওয়ার পর অ্যাথলিটরা স্থানীয় একটি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে কয়েকটা দিন অনুশীলন করবেন। ভরতীয় দল নিয়ে কেন তিনি আত্মবিশ্বাসী? তাঁর কথায়, চলতি বছরের প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ভারতীয় অ্যাথলিটরা ৬টি সোনা, পাঁচটি রুপো ও ৬টি ব্রোঞ্জ নিয়ে ফিরেছেন। তাই প্যারা অলিম্পিকেও ভালো ফলের ব্যাপারে আমি আশাবাদী উল্লেখ্য, প্যারা অলিম্পিকে অংশ নেওয়া প্রতিযোগীদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি আলাপচারিতা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেছেন, 'বিজয়ী ভব'। সেই সঙ্গে অ্যাথলিটদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর আশীর্বাদ তোমাদের সঙ্গে আছে। যেভাবে তোমরা এশিয়ান প্যারালিম্পিক ও টোকিও প্যারালিম্পিকে সাফল্য পেয়েছো, সেভাবেই এবারও নতুন নতুন রেকর্ড তৈরি করে সর্বকালের সেরাপারফরম্যান্স করো।

সেন্টুর নেতৃত্বে অনূর্ধ ২৩ রাজ্য ক্রিকেট দল পন্ডিচেরির উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য দল রওয়ানা হচ্ছে আগামীকাল। পন্ডিচেরিতে আয়োজিত ওয়ানডে ম্যাচ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী অনূর্ধ ২৩ ত্রিপুরা দল আগামীকাল বিমানে রওনা হচ্ছে। আগামী ২৮ আগস্ট থেকে পন্ডিচেরিতে এই টুর্নামেন্ট শুরু হবে। ইতোমধ্যে রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করে প্রত্যেককে যথাসময়ে এমবিবি এয়ারপোর্টে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজ্য দলের নেতৃত্বে রয়েছে সেন্টু সরকার। দলের অন্যান্য খেলোয়াড়রা হলো ঋতুরাজ ঘোষ রায়, আরমান হোসেন, নবারুণ চক্রবর্তী, অরিন্দম বর্মন (সহ অধিনায়ক), তন্ময় দাস, দুর্লভ রায়, সপ্তজিৎ দাস, আনন্দ ভৌমিক, রোহিত ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, অভিজিৎ দেববর্মা, দীপেন বিশ্বাস, সৌরভ কর, পামির দেবনাথ, স্বরাব সাহানি ও দীপ্তনু চক্রবর্তী। কোচ জয়ন্ত দেবনাথ, রাসুদেব দত্ত; ফিজিও অর্পণ কর, ট্রেইনার অজিতাভ নাথ।

ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন শিখর ধাওয়ান, কোনও ক্রিকেটই না খেলার সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন শিখর ধাওয়ান। আন্তর্জাতিক এবং ঘরোয়া, দুই ধরনের ক্রিকেট থেকেই সরে দাঁড়ালেন তিনি। সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করে এই কথা জানিয়েছেন ভারতীয় ওপেনার। অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ধাওয়ান লিখেছেন, "আমার ক্রিকেট-যাত্রা শেষ হল। সঙ্গে থেকে গেল অসংখ্য স্মৃতি এবং কৃতজ্ঞতা। যে ভালবাসা এবং সমর্থন পেয়েছি, তার জন্য ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।"ধাওয়ান ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবং দিল্লি ক্রিকেট সংস্থাকে। ধন্যবাদ জানিয়েছেন সমর্থকদেরও। তিনি বলেন, "দেশের হয়ে খেলতে পেরে আমি ধন্য। বিসিসিআই, ডিডিসিএ আমাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে পেয়েছি সমর্থকদের ভালবাসা। নিজেকে বলতে চাই, দেশের হয়ে খেলতে পারবে না বলে দুঃখ পাওয়ার দরকার নেই, বরং এটা ভেবে আনন্দ পাওয়া উচিত যে আমি দেশের হয়ে খেলতে পেরেছি।"

ক্রিকেটকে বিদায় শিখরের, ধাওয়ানের যে কীর্তিগুলি ক্রিকেট ইতিহাসে রীতিমতো ঈর্ষণীয়

মুম্বই, ২৪ আগস্ট (হি.স.): ভারতীয় দলের জার্সিতে আর দেখা যাবে না শিখর ধাওয়ানকে। শনিবার তিনি নিজের অবসরের কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু নিজের ১৩ বছরের ক্যারিয়ারে এমন কিছু কীর্তি গড়ে গেছেন যা ক্রিকেট ইতিহাসে, আইসিসি টুর্নামেন্টগুলিতে ''গব্বরে''র রেকর্ড রীতিমতো ঈর্ষণীয়।

**২০১৩ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ধাওয়ানের জন্য ছিল স্বপ্নের মতো। ওই টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়ার পাশাপাশি টুর্নামেন্টের সেরাও নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।

**২০১৫ বিশ্বকাপেও ভারতের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন শিখর ধাওয়ান।

**২০১৩ সালের পর ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন ধাওয়ান।

আইসিসি টুর্নামেন্টের বাইরে শিখর ধাওয়ান:

**২০১৪ সালে মোহালিতে টেস্ট অভিষেকেই ১৮৭ রানের সেঞ্চুরিটি আজও স্মরণীয়।

**ওয়ানডেতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম ৬ হাজার রানের মালিক ছিলেন ধাওয়ান। মাত্র ১৪০ ইনিংসে ৬ হাজার রান করেন তিনি। একমাত্র বিরাট কোহলি তাঁর চেয়ে কম ইনিংস খেলে ওই কীর্তি গড়েছেন।

বন্যা দুর্গতদের পাশে টিসিএ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ সামাজিক উদ্যোগ। রাজ্যের বর্তমান প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির এই সময়ে সহযোগিতার প্রশস্ত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা অর্থরাশি মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে আজ, শনিবার প্রদান করা হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি দল শনিবার সন্ধ্যা সাতটায় ডাক্তার (প্রফেসর) মানিক সাহার সরকারি বাসভবনে উপস্থিত হয়ে উনার হাতেই মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলের উদ্দেশ্যে ১০ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বন্যা ত্রাণে গতি এসেছে

বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে অনুদান প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বন্যা ত্রাণে গতি আসছে। মানবিক মুখ নিয়ে এগিয়ে আসছেন সহৃদয় ব্যক্তি থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্বশাসিত সংস্থা, সামাজিক সংস্থা ও সংগঠন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, আজ মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন (টিসিএ) এবং জি গ্রুপ এর পক্ষ থেকে যথাক্রমে ১০,০০,০০০ টাকা ও ২,০০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতির দ্রুত নিরসনে সচেষ্ট রয়েছে সকল অংশের নাগরিকগন। কায়িক শ্রমের পাশাপাশি আর্থিক সহায়তায় এগিয়ে এসেছে বহু সংস্থা। আজ ত্রিপুরা ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারার এসোসিয়েশন, এএস সিকিউরিটি প্রাইভেট সার্ভিস এবং ইউনিটি গ্যাস্ট্রো অ্যান্ড লিভার হাসপাতাল থেকে যথাক্রমে ৫,০০০০০ টাকা, ২৫,০০১ টাকা ও ৫১,০০০ টাকা অনুদান মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে প্রদান করা হয়। আর এই মানবিক উদ্যোগের জন্য তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী।

কল্যাণপুর জুড়ে দারুণভাবে বিপর্যস্ত কৃষি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। বন্যা জনিত পরিস্থিতির কারণে গোটা কল্যাণপুর জুড়ে দারুনভাবে প্রভাবিত হয়েছে কৃষি। কৃষি প্রধান কল্যাণপুরে যেভাবে বন্যা তার প্রভাব বিস্তার করেছে তার নিরিখে গোটা এলাকার কৃষি আগামী কয়েক মাসের জন্য যে মুখ থুবড়ে পড়তে চলেছে তা কিন্তু আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এবারের এই বন্যাতে ঘিলাতলি, দক্ষিণ ঘিলাতলী ,কমলনগর, দারিকাপুর, রতিয়া পশ্চিম ঘিলাতলী ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকার কৃষি দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং সিংহভাগ কৃষি জমি রীতিমতো নষ্ট হয়ে গেছে। গোটা বিষয় নিয়ে এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর নিয়ে জানা গেছে সবজি চাষিরা মারাত্মকভাবে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন গোটা রাজ্যের যে কয়েকটা অঞ্চল সার্বিকভাবে কৃষিতে সামনের সারিতে থেকে নিজের অবস্থান স্বীকৃত করে, তার মধ্যে কল্যাণপুর অন্যতম। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এবারের এই বন্যায় কল্যাণপুরের বিপর্যস্ত কৃষি পরোক্ষভাবে যে রাজ্যের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই প্রভাব ফেলতে চলেছে তা কিন্তু নিশ্চিত। এদিকে বিভিন্ন স্তরের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক এবং তাদের পরিবারদের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে প্রশাসন যাতে অনতিবিলম্বে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করে।

দক্ষিণ ও গোমতী জেলায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে নিরন্তর প্রয়াস বিদ্যুৎ নিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। রাজ্যের ভয়ংকর বন্যা পরিস্থিতিতে অবধারিতভাবেই বিপর্যয় নেমে আসে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায়। কাতারে কাতারে ট্রান্সফরমার চলে যায় জলের তলায়। বিদ্যুতের লাইন ছিড়ে যায়। খুটি কোথাও পড়ে যায়, কোথাওবা ভেঙ্গে যায়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দক্ষিণ জেলা এবং গোমতী জেলার বিভিন্ন এলাকা। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের সমস্ত আধিকারিক, প্রকৌশলী এবং কর্মীরা এই ঘন বর্ষা এবং বিশাল বন্যা পরিস্থিতিতেও বিদ্যুৎ পরিষেবা কে অক্ষুন্ন রাখতে রাত দিন নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যান। কোথাও গলা জলে নেমে, কোথাওবা নৌকো করে, কোথাও সাঁতরে গিয়ে মেরামতি কাজ করে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি বেশিরভাগ জায়গাতেই স্বাভাবিক করে ফেলেন। দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন শরণার্থী শিবির গুলোতে যাতে বিদ্যুৎ অব্যাহত রাখা যায় সেই চেষ্টা চালানো হয়। তারপরেও নিরাপত্তাজনিত কারণে বহু এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ রাখতে হয় প্রশাসনিক নির্দেশে। রাত দিন এক করে টানা দুই দিন প্রচেষ্টার পর ঋষ্যমুখ, হরিপুর বাজার, নলুয়া বাজার সহ সংলগ্ন কয়েকটি এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়। বহু চেষ্টার পরেও জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় এবং জল না কমায় গাবুর ছড়া , বাহাদুর পাড়া, জয় হরি পাড়া এবং রতনপুরে বিদ্যুতের কর্মী দল পৌঁছাতে পারেনি। তবে ঋষ্যমুখ, মনিরামপুর, কাঠালিয়াবাড়ী, গোড়াবাড়ি, কৈলাস নগর, লেংটা বাড়ি এবং হপ্তা বাড়ি এলাকায় আংশিকভাবে বিদ্যুৎ পুনস্থাপন সম্ভব হয়। এই বিপর্যয়েও শান্তিরবাজার স্থিত জেলা হাসপাতালে নিরন্তরভাবেই বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়। শান্তির বাজারের গারদাং এলাকা, যেখানে ভূমিধসে একজন মারা গেছে সেই এলাকা, দেবীপুর, কালাগাং রিয়াং পুনর্বাসন কেন্দ্র এলাকা, অশ্বিনী ত্রিপুরা পাড়া, (যেখানে ভূমিধসে সাতজন মারা যান) দুর্গম এলাকা হলেও বিদ্যুৎ কর্মীরা টানা লড়াই চালিয়ে, এই এলাকায় বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সমর্থ হন। এছাড়াও বাইখোড়া বাজার এলাকাতেও বিদ্যুৎ স্বাভাবিক রাখা হয়। তবে বগাফা থেকে জোলাইবাড়ি পর্যন্ত ৩৩ কেভি লাইন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুহুরি নদীতে জল বেড়ে যাওয়ার কারণে বিদ্যুতের খুটি ভেঙ্গে নদীগর্ভে চলে যায়। ৩৩/১১ সাব স্টেশন চলে যায় জলের তলায়। বর্তমানে ৩৩ কেভি লাইন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। তা সম্ভব হলে সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করা সম্ভব হবে। একই কারণে মুহুরিপুর এবং কোয়াইফাং এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা এখনো স্বাভাবিক করা যায়নি। এই এলাকায় নয়টি ট্রান্সফরমার এখনো জলের তলায় রয়েছে। বিদ্যুৎ কর্মীরা রাতদিন কাজ করে বিশাল জলরাশির মাঝেও বেতাগা, পালপাড়া, বাইখোড়া বাজার , পূর্ব চরকবাই, আনন্দ বৈদ্য পাড়া, স্বপন বিশ্বাস পাড়া , এসএসবি ক্যাম্প এলাকা, কমলা বুথ এলাকা ,লাউগান, শান্তিরবাজার , মহামনি, কলাছড়া, শান্তি কলোনি, বীরেন্দ্র ত্রিপুরা পাড়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকাকে প্রাণে মারার চেষ্টা অভিযোগের তীর কর্পোরেটারের দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। আগরতলা পুর নিগমের ৫ নং ওয়ার্ড কর্পোরেটর লতা নাথের দ্বারা আক্রমণের শিকার এক নাবালিকা। তাকে বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের সদস্যদের। বর্তমানে ওই নাবালিকা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা কোনো এক বিষয়কে কেন্দ্র করে আগরতলা পুর নিগমের ৫ নং ওয়ার্ড কর্পোরেটর লতা নাথের কাছে অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অভিযোগ না শুনে আক্রান্তের বাড়িতে হামলা করার নির্দেশ দিয়েছেন তার সাঙ্গ পাঙ্গ দের। পর্রবতী সময়ে তার সাঙ্গপাঙ্গরা এবং তিনি নাবালিকাকে বাড়িতে গিয়ে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। পাশাপাশি তার মুখে বিষ ঢেলে প্রাণে মারার চেষ্টা করেন বলেও অভিযোগ। বর্তমানে সে আগরতলা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন।

বাংলাদেশে চলমান বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৮

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৪।। বাংলাদেশে চলমান বন্যায় এগারো জেলায় এখন পর্যন্ত ৪৯ লাখের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ১৮ জন।

শনিবার (২৪ আগস্ট) সচিবালয়ে চলমান বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. কামরুল হাসান। বন্যা পরিস্থিতির ক্রম উন্নতি হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। ত্রাণ সচিব বলেন, এখন পর্যন্ত বন্যা আক্রান্ত জেলার সংখ্যা ১১টিই আছে। ১১ জেলায় মোট ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা ৪৯ লাখ ৩৮ হাজার ১৫৯ জন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ৯ লাখ ৪৪ হাজার ৫৪৮টি। এখন পর্যন্ত বন্যায় মোট ১৮ জন মারা গেছেন জানিয়ে দুর্যোগ সচিব বলেন, এর মধ্যে কুমিল্লায় ৪ জন, ফেনীতে একজন, চট্টগ্রামে ৫ জন, নোয়াখালীতে ৩ জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া একজন, লক্ষ্মীপুরে একজন এবং কক্সবাজারে তিনজন মারা গেছেন। কামরুল হাসান আরও জানান, এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৫২৭টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব আশ্রয়কেন্দ্রে ২ লাখ ৮৪ হাজার ৮৮৮ জন আশ্রয় নিয়েছেন। ত্রাণ কার্যক্রমের বিষয়ে সচিব বলেন, বন্যাদুর্গত ১১ জেলায় মোট ৩ কোটি ৫২ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ত্রাণের চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২০ হাজার ১৫০ টন। এছাড়া শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১৫ হাজার পিস। শিশুর খাদ্য কেনার জন্য ৩৫ লাখ এবং গো-খাদ্য কেনার জন্য ৩৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হবে জানিয়ে সচিব বলেন, আবহাওয়া সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন উজানে ভারী বৃষ্টিপাতের আভাস নেই। এ সময়ে মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার মনু, খোয়াই ও ধলাই নদী সংলগ্ন এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, একই সঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টায় দেশের

রাজ্যের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য প্রশাসনের উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানাল প্রদেশ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। রাজ্যের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য প্রশাসনের উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানাল প্রদেশ বিজেপি। আজ সাংবাদিক একথা বলেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী।এদিন প্রদেশ বিজেপি -র সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিত বলেন, বৃষ্টিতে রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে রাজ্যের। প্রাথমিকভাবে ১ লক্ষ ২৮ হাজার মানুষ অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। ধ্বস পরে মৃত্যু হয়েছে ২৪ জনের এবং নিখোঁজ দুজন। প্রাথমিকভাবে প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তিনি বলেন, বন্যা পরিস্থিতি মানুষকে উদ্ধারের জন্য প্রশাসনকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে প্রদেশ বিজেপি -র কার্যকর্তা ও কর্মী সমর্থকরা।

সোনামুড়ার বন্যা কবলিত গ্রামে ত্রাণ পৌঁছে দিতে বিএসএফ-এর নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। সোনামুড়ার বন্যা কবলিত গ্রামে ত্রাণ পৌঁছে দিতে ৮১ নম্বর বিএসএফ ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি, বিএসএফের তাৎক্ষনিক প্রচেষ্টায় আজ কুল্লুবাড়িতে এক বিদ্যুৎকর্মীর প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। আজ বিএসএফের তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সাম্প্রতিক বন্যা ত্রিপুরা ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের অগণিত মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছে। রাজ্যের লক্ষ লক্ষ জনগন নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। ওই সমস্ত ত্রাণ শিবিরে বিশুদ্ধ জল বিতরণ, চিকিৎসা সরবরাহ করে যাচ্ছে বিএসএফ। দুর্গাপুর নগর গ্রামের স্থানীয় জনগণের সাথে যৌথ প্রচেষ্টায় সীমান্তের কাছাকাছি এই গ্রামগুলিতে জল প্রবেশ রোধ করতে প্লাস্টিকের বালির ব্যাগ ব্যবহার করে অস্থায়ী ব্লক তৈরি করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, বিএসএফের প্রচেষ্টায় এক বিদ্যুৎকর্মী প্রানে বেঁচে গিয়েছে। আজ কুল্লুবাড়ির বাসিন্দা জয়দেব বর্মণ (৫৮ বছর) এবং তারুনিয়া সাহা ওই এলাকায় একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে মেরামতের কাজ করছিলেন। মেরামতের সময় তারুনিয়া সাহা বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে খুঁটি থেকে নিচে পড়ে যান। সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার অধীনে বিওপি কুল্লুবাড়ির বিএসএফ তাৎক্ষণিক আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে সোনামুড়া হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে ওই ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন।

বিএসএফের হাতে দুই বাংলাদেশী নাগরিক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দুইজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফ। আজ বিএসএফের তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আজ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নিশ্চিতপুর এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছিল। ওই অভিযানে সন্দেহভাজন দুইজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে আটককৃত দুইজনই বাংলাদেশের নাগরিক বলে জানা গিয়েছে। তারা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার বাসিন্দা।

বন্যায় দুর্গতদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের আবদেন জানিয়ে রাজ্যপালকে চিঠি কংগ্রেস সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। ত্রিপুরায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লুকে চিঠি দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। চিঠিতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি লিখেছেন, ত্রিপুরায় সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ জনগন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারী বৃষ্টির কারণে নদীগুলো জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে, বিস্তীর্ণ এলাকা তলিয়ে গেছে এবং গ্রামবাসীরা সম্পত্তি ও জীবিকা হারাচ্ছেন।ওই বন্যা পরিস্থিতিতে কয়েক হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছেন এবং প্রায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিন তিনি আরও লিখেন, বন্যায় রাজ্যজুড়ে পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। রাজ্যের জনগণের অর্থনীতি ও আর্থিক রক্ষণাবেক্ষণ তাদের সামনে নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক এলাকায় বসতবাড়ির মাটির দেয়াল ধসে পড়েছে। হাজার হাজার বাসিন্দা বাস্তুচ্যুত হয়েছে, অস্থায়ী আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

এদিন তিনি চিঠিতে লিখেন, পানীয় জল এবং সঠিক স্যানিটেশন সুবিধার অভাব গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করছে। জলবাহিত রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি, পোশাক এবং চিকিৎসা সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি রাজ্যপালকে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের আবেদন জানিয়েছেন।

আরজি করকান্ডে ফটিকরায়ে স্ব-সহায়ক দলের মহিলাদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। পশ্চিমবঙ্গের অরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ঘটনা নিয়ে আন্দোলন আছড়ে পড়ছে এবারে শহর ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলে। শনিবার ফটিকরায় বিধানসভার পূর্ব রাতাছড়া গ্রামপঞ্চায়েত এবং স্ব-সহায়ক দলের মহিলাদের দ্বারা সংগঠিত হয় বিক্ষোভ মিছিল। প্লে-কার্ড হাতে স্লোগানে সোচ্চার হয়ে রাস্তায় নেমে তীব্র আন্দোলন দেখালেন মহিলারা।

আরজিকর মেডিক্যাল কলেজের তরুনি চিকিৎসক মৌমিতা দেবনাথ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত। শহর কেন্দ্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি এবারে বিভিন্ন রাজ্যের গ্রামে গ্রামেও শুরু হয়েছে আরজিকরের ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচী। শনিবার এই ঘটনা নিয়ে যৌথভাবে আন্দোলনে নামতে দেখাগেলো ফটিকরায় বিধানসভাধীন পূর্ব রাতাছড়া গ্রামপঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় স্ব-সহায়ক দলের মহিলাদেরকে। এদিন তরুনী চিকিৎসকে ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের বিচার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৪ আগস্ট ।। সাম্প্রতিক বর্ষণ এবং বন্যা জনিত পরিস্থিতির কারণে কল্যানপুর কৃষি মহকুমার অন্তর্গত বিস্তীর্ণ এলাকা দারুন ভাবে প্রভাবিত হয়েছে এবং একটা বিরাট সংখ্যক কৃষকরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। এই বিষয়কে মাথায় রেখে ইতিমধ্যে কল্যাণপুর কৃষি তত্ত্বাবধায়কের অন্তর্গত সবকটি এলাকাতেই দপ্তরের তরফ থেকে ক্ষতির প্রাথমিক অনুমান পর্ব নিরূপণ করা সহ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছে সার্বিক রিপোর্ট পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। এর পাশাপাশি অতি দ্রুততার সাথে কিভাবে আবার সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষিকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় সেই লক্ষে দপ্তর কাজ করে চলেছে। আজ কল্যাণপুর কৃষি তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের স্থানীয় ভিত্তিক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি তত্ত্বাবধায়ক রূপক রায়ের পৌরহীত্যে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে কল্যাণপুর কৃষি মহকুমার অন্তর্গত প্রত্যেকটা কৃষি সেক্টরের বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা উপস্থিত থেকে নিজ নিজ এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। এই বৈঠক এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির সাথে কথা বলতে গিয়ে রূপক রায় দাবি করেন প্রথম থেকেই দপ্তরের কর্মীরা ময়দানে রয়েছে। প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে রূপক বাবুর বক্তব্য হচ্ছে গোটা কল্যাণপুর কৃষি মহকুমাতে ২৯৫০ জন ধান চাষী (১৭২৬ হেক্টর জমি) এবং ২০৫০ জন সবজি চাষী (৪৭৫ হেক্টর) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। পাশাপাশি শ্রী রায় দাবি করেছেন ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ থেকে আগামী দিনে যেই নির্দেশ আসবে, সেই নির্দেশ মোতাবেক ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক থেকে শুরু করে এলাকার কৃষিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দপ্তরের সকল স্তরের কর্মীরা ময়দানে থাকবে।

সাংবাদিক আক্রমণের ঘটনায় পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ সাংবাদিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট ।। সাংবাদিকদের উপর আক্রমণের ঘটনার প্রায় এগারো দিন পেরিয়ে গেলেও এখনো কাউকে আটক করতে পারেনি রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন। তাই প্রশাসনের এই নীরব ভূমিকার প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার সকালে ধর্মনগরের বিক্ষুব্ধ সকল সাংবাদিকরা একত্রিতভাবে উত্তরের পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর সাথে দেখা করলেন।

এস পি ভানুপদ চক্রবর্তীর সাথে দেখা করে গত ১৪ আগস্ট যুবরাজনগর ব্লকের অস্থায়ী ভোট গণনা কেন্দ্র হাফলং টি স্টেট স্কুলের সম্মুখে গড়ে ওঠা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্বাচনী ফলাফলকে নিয়ে তৈরি একটি বিশৃঙ্খল ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিক আক্রান্তের বিস্তারিত ঘটনা তুলে ধরেন।

সাংবাদিকরা জানান, নির্বাচন কমিশনারের পোর্টালে যুবরাজনগর ব্লক কতৃক ত্রুটিপূর্ণ ফলাফল আপলোড করার বিষয় নিয়ে বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা স্থানীয় আর.ও তথা যুবরাজনগরের ব্লক আধিকারিক এর নিকট অভিযোগ জানাতে গেলে কিছু সাংবাদিক তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সেখানে যান। তারা সংবাদ সংগ্রহ করতে উদ্ধত হলে স্কুলের সম্মুখে পুলিশের সামনেই কিছু উত্তেজিত দুষ্কৃতী তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালান। এতে ধর্মনগরের তিনজন সাংবাদিক আক্রান্ত হন। তাদের মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। পরবর্তীতে আক্রমণকারীদের নাম ঠিকানা সহ ধর্মনগর থানায় মামলা করা হলেও আজ অব্দি পুলিশের তেমন কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে ধর্মনগরের সকল সাংবাদিকরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাম্প্রতিক বন্যা দুর্গতদের সহায়তায় আগরতলা হিন্দি স্কুলে পি ডব্লিউ ডি কর্মচারী সংগঠনের তরফ থেকে এক স্বাস্থ্য শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। এই স্বাস্থ্য শিবির এবং বন্যা কবলিতদের সঙ্গে কথা বলেন মেয়র দীপক মজুমদার, উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক বিশাল কুমার, ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সান্তনা সাহা সহ অন্যান্যরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।

8.pmd 2 25-08-2024, 12:51